বাংলা নববর্ষ ও পুনরুত্থান

প্রকাশনার ৮৬ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১২ ১৯ - ২৫, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নতুন বছর ও নতুন আশা
রংচটা রঙীন বৈশাখ

খ্রিস্টের পুনরুত্থান পরিত্রাণের পূর্ণতা
ও একটি চলমান যাত্রা

বাংলাদেশে হামের প্রকোপ
প্রতিরোধে করণীয়

শোকাহত

পাস্কা পর্বে পিতার সাথে স্বর্গে থাকবে তুমি,
স্বর্গে পিতার ইচ্ছা ছিল তাই।
স্বর্গদূতেরা এসে তোমায় নিয়ে চলে গেল।
স্বর্গ থেকে এসে তুমি স্বর্গে গেলে চলে।
যাবার বেলায় রেখে গেলে তোমার স্ত্রী, কন্যাগণ,
নাতী-নাতনী, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, অগণিত শুভানুধ্যায়ী।
কিন্তু জানি চোখের আড়াল হয়েছ শুধু,
হৃদয়ে নিয়েছ ঠাঁই।
যীশু বলেছেন: আমিই পুনরুত্থান ও আমিই জীবন,
যে আমার উপর বিশ্বাস রাখে সে মৃত্যুবরণ করলেও জীবিত থাকবে।

বিমল ডি'রোজারিও'র আত্মার চির শান্তি কামনায় সকলের কাছে বিশেষ প্রার্থনা অনুরোধ রইল।

তোমার সহধর্মিণী
ও শোকাহত পরিবারবর্গ।

প্রয়াত বিমল ডি'রোজারিও
জন্ম: ২৮ জুলাই, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৮ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
নতুন তুইতাল, পাঁচুর বাড়ী।

বিজ্ঞ/৭৪/২৬

তোমরা অমর

তোমরা যে সত্যিই পৃথিবীর মায়ার বাঁধন ছিড়ে চলে গেছো স্বর্গের অনন্ত যাত্রায় এ চিরন্তন সত্যটি আমাদের মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়। তোমরা ছিলে আমাদেরকে ঈশ্বরের পথ দেখানো আদর্শ বাবা-মা। তোমাদের আদর্শেই আমরা আজ চলছি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায়। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে, শ্রদ্ধাভরে ও নতশিরে তোমাদের জানাই হাজারো প্রণাম। তোমাদের প্রার্থনাপূর্ণ, সেবাপরায়ণ পবিত্র জীবনযাপনের কথা এখনো পাড়া-প্রতিবেশিরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।
দয়াময় প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যতদিন আমরা এ ধরণীতে আছি ততদিন যেন, তোমাদের আদর্শ-ভালোবাসা ও ক্ষমার বাণী হৃদয়ে ধারণ করে যেতে পারি। ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করুন।

ছফিয়া (ছফি) গমেজ
জন্ম : ১৭ মার্চ, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

রেজিন গমেজ
জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ এপ্রিল, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

মেয়ে ও মেয়ে জামাই	:	প্রয়াত মঞ্জু রোজমেরী - জ্যোতি গমেজ
ছোট মেয়ে	:	সিস্টার মেরী আরতি এসএমআরএ
নাতি-নাতি বৌ	:	মানিক-সারা গমেজ
নাতী-নাতীন জামাই	:	নিতা-সুবাস গমেজ, অসীম-মুক্তা গমেজ, হীরা-বিভাস রোজারিও
পুতি-পুতিন	:	শুভ্র, জেনিফার, মাথিল্ডা, সাইনী, এভারলি, শুভন ও হলি রোজ গমেজ

উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/৭৫/২৬

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৬, সংখ্যা : ১২
১৯ এপ্রিল - ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
০৬ বৈশাখ - ১২ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
অর্ঘ্য রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পুনরুত্থান কাল ও বাংলা নববর্ষের ভাবনা: সৎ ও খাঁটি হোক মানুষেরা, শান্তিময় হোক ধরা

খ্রিস্টানদের মহাপর্ব পুনরুত্থান পর্বের কাছাকাছি সময় অথবা পুনরুত্থান পর্বোত্তর সময়ে প্রায়শঃই বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। উভয় উপলক্ষেরই মূল বিষয় হলো জীবনের নবায়ন ঘটানো। যিশুর পুনরুত্থান বিশ্বাসীয় সত্য ঘটনা হলেও তা প্রতিদিনের জীবনেই চর্চার বিষয়। পুনরুত্থানে স্মরণ করা হয় যিশু মৃত্যু থেকে উত্থিত হয়েছেন। মৃত্যু যা সবকিছুকে তথা জীবনকে ধ্বংস করে দেয়, যিশু সেই মৃত্যুকে নাশ করে দিয়ে বিজয়ী হয়েছেন পুনরুত্থানে। তাই যিশুর পুনরুত্থান মানবজাতিকে আশান্বিত করে যে আমরা জরা-জীর্ণতা এবং মৃত্যুকেও জয় করতে পারি।

বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান এক অনন্য তাৎপর্য বহন করে। এটি কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্ধকারের পর আলোর, হতাশার পর আশার, এবং অন্যায়ের পর ন্যায়ের বিজয়ের এক চিরন্তন বার্তা। অন্যদিকে, বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে নতুন সূচনার প্রতীক, যেখানে পুরনো জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে নতুন আশা, সম্ভাবনা ও মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করার আহ্বান জানানো হয়। এই দুই উপলক্ষ একসাথে আমাদের সামনে যে বার্তা নিয়ে আসে, তা হলো - মানুষের অন্তরে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবিকতা জাগ্রত হোক, এবং পৃথিবী হয়ে উঠুক আরও শান্তিময়। আজকের ঘুণে ধরা সমাজে যেখানে মিথ্যার দাপট এবং কপটতার জয়জয়কার, সেখানে পুনরুত্থানের চেতনা আমাদের ডাক দেয় 'সৎ ও খাঁটি' মানুষ হয়ে উঠতে।

বাংলা নববর্ষ আমাদের শেকড়ের সংস্কৃতি। এটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এক করে। নতুন বছরের শুরুতে আমাদের প্রার্থনা হওয়া দরকার - বিদ্বেষ ও ভেদাভেদ ভুলে একটি শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলার। স্বার্থপরতা ও লোভের কারণে আজ ধরাতল ক্ষতবিক্ষত। নববর্ষের নতুন আলোয় আমরা যেন আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করি এবং পরমতসহিষ্ণুতার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করি।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই বার্তাগুলোর গুরুত্ব আরও গভীরভাবে অনুভূত হয়। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা থাকা সত্ত্বেও দেশে নানা সামাজিক ও নৈতিক সংকট বিদ্যমান। দুর্নীতি, বৈষম্য, সহিংসতা এবং রাজনৈতিক বিভাজন আমাদের সমাজকে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার ঘাটতি অনেককে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই বাস্তবতায় যিশুর পুনরুত্থানের শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয় - অন্যায় ও অবিচার যতই প্রবল হোক, সত্য ও ন্যায় শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবেই। একইভাবে, বাংলা নববর্ষ আমাদের আহ্বান জানায় আত্মসমালোচনার, নিজেকে শুদ্ধ করার, এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার।

সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে তখনই যখন আমরা ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে সৎ ও খাঁটি হবো। প্রথমে ব্যক্তিগত জীবনে সততা আনয়ন করা ভীষণ প্রয়োজন। আমরা যেন প্রতিটি কাজে খাঁটি হই, আমাদের কথা ও কাজে যেন মিল থাকে। আর সৎ ও খাঁটি হবার শিক্ষাটা পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষায় বিস্তৃত হোক। দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে সততা ও খাঁটিত্বের শিক্ষা দেওয়া হোক। সৎ ও খাঁটি মানুষদের সম্মান দেওয়ার সাথে সাথে পুরস্কৃত করা হোক। এভাবে হয়তো আমাদের বর্তমান অসৎ ও ভানে ভরা সমাজের কিছু পরিবর্তন ও নবায়ন আসতে পারে।

সৎ ও খাঁটি ব্যক্তিরাই সমাজ জীবনে শান্তির জন্য কাজ করতে পারে। সমাজ জীবনের শান্তি প্রকাশের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো প্রতিবেশি ও ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি মমত্ববোধ প্রদর্শন করা। ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য কাজ করলে সমাজে শান্তি থাকে।

যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দ এবং নববর্ষের উদ্দীপনা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বয়ে আনুক এক পবিত্র পরিবর্তন। মানুষে মানুষে হিংসা দূর হোক, ধরণী হয়ে উঠুক শান্তিময়। আমরা যেন সত্যের সৈনিক হিসেবে এই জগতকে আরও সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তুলতে পারি। †

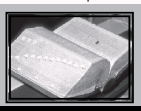

হ্যাঁ, সত্যি, প্রভু পুনরুত্থান করেছেন, ও সিমোনকে দেখা দিয়েছেন। ***(লুক ২৪:৩৪)***

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

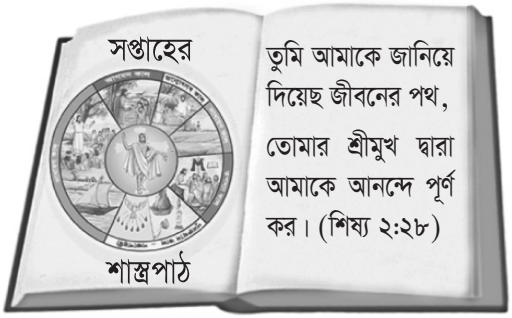

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৯ এপ্রিল - ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১৯ এপ্রিল, রবিবার
পুনরুত্থানকালের ৩য় রবিবার (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
ঐশ করুণার রবিবার শিষ্য ২: ১৪, ২২-৩৩, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-১০ -- ২: ১১, ১ পিত ১:১৭-২১, লুক ২৪: ১৩-৩৫

২০ এপ্রিল, সোমবার
পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
শিষ্য ৬: ৮-১৫, সাম ১১৯: ২৩-২৪, ২৬-২৭, ২৯-৩০, যোহন ৬: ২২-২৯

২১ এপ্রিল, মঙ্গলবার
পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
শিষ্য ৭: ৫১ -- ৮: ১, সাম ৩১: ২-৩, ৫, ৭, ১৬, ২০, যোহন ৬: ৩০-৩৫

২২ এপ্রিল, বুধবার
পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
শিষ্য ৮: ১-৮, সাম ৬৬: ১-৭, যোহন ৬: ৩৫-৪০

২৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
শিষ্য ৮: ২৬-৪০, সাম ৬৬: ৮-৯, ১৬-১৭, ২০, যোহন ৬: ৪৪-৫১

২৪ এপ্রিল, শুক্রবার
পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
শিষ্য ৯: ১-২০, সাম ১১৭: ১-২, যোহন ৬: ৫১-৫৯

২৫ এপ্রিল, শনিবার
পুনরুত্থানকালের ৩য় সপ্তাহ (প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৩)
সাধু মার্ক, মঙ্গলসমাচার রচয়িতা, পর্ব
১ পিত ৫: ৫-১৪, সাম ৮৯: ১-২, ৫-৬, ১৫-১৬, মার্ক ১৬: ১৫-২০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৯ এপ্রিল, রবিবার
+ ১৯৮৯ সি. মেরী চার্লস, এমসি
+ ২০০১ সি. নমিতা গমেজ, সিএসসি (ঢাকা)

২০ এপ্রিল, সোমবার
+ ১৯২৬ সি. এম. টমাস বেকেট, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯২৬ সি. এম. আলফন্স, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫৮ সি. এম. আন্তুয়ান এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৪ সি. ফেন্দিনান্দা মুর্মু, সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯১ সি. মেরী ম্যাগডালিন, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০০২ ফা. আলফ্রেড পুণ্য বিশ্বাস (খুলনা)
+ ২০১১ সি. মেরী লুসী, পিসিপিএ
+ ২০১১ সি. মেরী জন ভিয়ান্নী, আরএনডিএম
+ ২০১৩ সি. মেরী আলফন্সা, পিসিপিএ
+ ২০১৪ সি. মেরী রোজ, এসএমআরএ (ঢাকা)

২১ এপ্রিল, মঙ্গলবার
+ ১৯২৬ সি. ভিক্টোরিয়ার, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৭১ ফা. লুকাশ মারান্ডী (দিনাজপুর)
+ ১৯৮১ আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ সি. জর্জ প্র্যাট, সিএসসি
+ ১৯৯২ ফা. উইলিয়াম আরভিং টিলসন, এমএম
+ ২০০৪ সি. এম. আডল্ফে হাজং, আরএনডিএম (ঢাকা)

২২ এপ্রিল, বুধবার
+ ১৯৯১ সি. হেলেন কস্তা, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০০১ সি. মেরী বার্নাডেট, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৮ ফা. জর্জ পোপ, সিএসসি (ঢাকা)

২৪ এপ্রিল, শুক্রবার
+ ১৯৭৯ ফা. সেরাফিনো দাল্লা ভেক্কিয়া, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৬ মার্গারেট গমেজ, ওসিভি (ঢাকা)

২৫ এপ্রিল, শনিবার
+ ১৯৩৭ সি. এম এম এমেলিয়া, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৪০ সি. এম. মেরী গ্রেট্রুড, এলএইচসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৩ ব্রা. ডনাল্ড বেকার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২৪ মাদার লুইজা ফালসেত্তি, এমপিডিএ

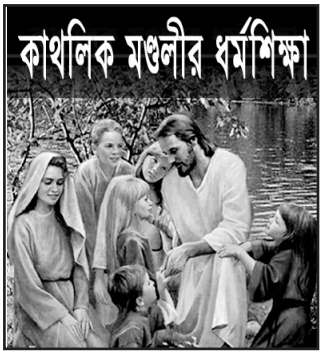

তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে

২১৪৬ দ্বিতীয় আজ্ঞা প্রভুর নাম অযথা নেয়া নিষেধ করে, অর্থাৎ ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টের, এমন কি কুমারি মারীয়া এবং সব সাধু-সাধ্বীদের নামও অযথা নেয়া নিষেধ করে।

২১৪৭ অন্যদের কাছে ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করার অর্থ ঐশ মহিমা, বিশ্বস্ততা, সততা এবং কর্তৃত্বকে জড়িত করা। ধর্মময়তার দাবি অনুযায়ী এগুলোকে শ্রদ্ধা করা উচিত। তাদের কাছে অবিশ্বস্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের নাম অযথা নেয়া এবং কোনভাবে ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী বানানো।

২১৪৮ ঈশ্বরনিন্দা সরাসরি দ্বিতীয় আজ্ঞার বিরোধিতা করে। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলা গোপনে বা প্রকাশ্যে, ঘৃণাসূচক উক্তি, নিন্দা, অবজ্ঞা, ঈশ্বরের বিষয়ে মন্দ কথা, বক্তব্যে তাঁকে সম্মান দেখানোর অবহেলা এবং ঈশ্বরের নাম অযথা ব্যবহার করা। "যে শুভ নাম তোমাদের উপরে আহবান করা হয়েছিল যারা সেই নামের (যীশুর) নিন্দা করে", সাধু যাকোব তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ঈশ্বরনিন্দা করার নিষেধাজ্ঞাটি খ্রীষ্টের মণ্ডলী, সাধু-সাধ্বী বা পবিত্র বস্তুর বিষয়েও প্রযোজ্য। ঈশ্বরের নামের দোহাই দিয়ে অপরাধমূলক কাজকে ঢাকতে চাওয়া মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করা, কাউকে নিপীড়ন করা বা তাদের হত্যা করাও ঈশ্বরনিন্দার অপরাধ। অযথা ঈশ্বরের নাম নিয়ে যে অপরাধ তা দ্বারা অন্যরাও ধর্মত্যাগ করতে প্ররোচিত হতে পারে।

ঈশ্বরনিন্দা হচ্ছে ঈশ্বর ও তাঁর পুণ্য নামের প্রাপ্য শ্রদ্ধার বিপরীত। আপনা থেকেই এটি একটি গুরুতর পাপ।

২১৪৯ ঈশ্বরনিন্দা করার উদ্দেশ্য না থাকলেও অযথা ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ-করা প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধার অভাবই প্রকাশ করে। দ্বিতীয় আজ্ঞা ঈশ্বরের নাম যাদুমন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করতেও নিষেধ করে।

ঈশ্বরের নাম মহান যখন তা তাঁর প্রতাপের মহত্ত্বের জন্যে উচ্চারণ করা হয়। যখন ঈশ্বরের নাম ভক্তি ও তাঁকে অবমাননা না করার সম্ভ্রমসহ উচ্চারিত হয় তখন তা পবিত্র।

॥ খ ॥ ঈশ্বরের নাম অযথা নেওয়া

২১৫০ দ্বিতীয় আজ্ঞা *মিথ্যা শপথ নিষিদ্ধ করে*। শপথ নেয়া বা দিব্যি দেওয়ার সময় কোন বিষয়কে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য ঈশ্বরকে সাক্ষী করা হয়। শপথ হচ্ছে কারো সত্যবাদিতা প্রমাণের জন্য ঐশ সত্যবাদিতাকে সাক্ষী করা। শপথ প্রভুর নামকে জড়িত করে। "তোমার পরমেশ্বর প্রভুকেই তুমি ভয় করবে, তাঁরই সেবা করবে, তাঁরই নামে শপথ করবে।"

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

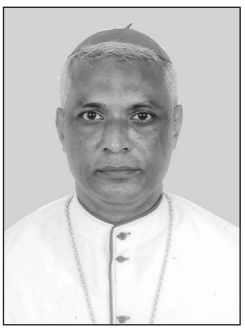

২২ এপ্রিল সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

খ্রিস্টের পুনরুত্থান পরিত্রাণের পূর্ণতা ও একটি চলমান যাত্রা

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

আমরা খ্রিস্টানগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মুক্তিদাতা যিশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু ও মৃত্যুর উপর বিজয়ী হয়ে তৃতীয় দিনে তাঁর গৌরবময় পুনরুত্থান দ্বারা মানুষের পরিত্রাণের কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। তাই যিশুর দ্বারা সম্পন্ন মানব মুক্তি বা পরিত্রাণ এক অপূর্ব নব যুগের সূচনা। যিশু তাঁর প্রচার কালে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না" *(যোহন ১৪:৬)*।

যিশুর এই বাণীকে বিভিন্ন সময় খ্রিস্টমণ্ডলীতে বিভিন্ন ভাবে বিশ্বাস, ধ্যান, ব্যাখ্যা ও গ্রহণ করা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে একটা তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা গেছে, যা এখনো চলমান রয়েছে। কাথলিক মণ্ডলীর অনেকেই যুগ যুগ ধরে এই বিশ্বাস করে আসছেন ও বলে আসছেন: "আমরাই একমাত্র সত্য মণ্ডলী।" ফলে অন্যান্য মণ্ডলীগুলোকে যিশু খ্রিস্ট কর্তৃক সাধিত পরিত্রাণ কর্মের জন্যে খাঁটি মণ্ডলী হিসেবে বিবেচিত করা হয়নি। ঠিক তদ্রূপ, অন্যান্য মণ্ডলীগুলোও তাদের নিজেদেরকে একমাত্র খাঁটি বলে পরিচয় তুলে ধরার জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে, বিভিন্ন খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে মুক্তি বা পরিত্রাণ (Salvation) রহস্য প্রচার নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে আসছে। সব মণ্ডলী নিজ নিজ মণ্ডলী সম্বন্ধে বলতে চেষ্টা করছে: "আমরা সত্য মণ্ডলী, অন্যরা ভ্রান্ত।"

উদাহরণস্বরূপ, কাথলিকদের পক্ষ থেকে যুক্তি তুলে ধরে বলা হয় যে, আমরা আদি মণ্ডলী এবং আমরা খাঁটি মণ্ডলী। অন্যান্য মণ্ডলীগুলো পরে এসেছে। তদ্রুপ, অন্যান্য মণ্ডলীসমূহও যিশুর পরিত্রাণের বাণী প্রচার করতে গিয়ে নিজেদেরকে "খাঁটি মণ্ডলী" হিসেবে দাবি করে থাকে। এখানে আরেকটি বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা হলো। 'প্রহরী' নামে একটি পত্রিকায় কোন একটি মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা দাবি করে বলেছেন যে, বড়দিনের রাত্রিতে যিশু তার বিছানার পাশে এসে তাকে দর্শন দান করেছেন এবং বলেছেন যে, "আমি তোমাকে দিয়ে সত্য মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করাবো। তোমার মণ্ডলী ছাড়া অন্য সব মণ্ডলী ভ্রান্ত।"

যিশু খ্রিস্ট দ্বারা সাধিত 'পরিত্রাণ' নিয়েও কিছু কিছু মণ্ডলীর খ্রিস্টানগণ এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, তারা 'পরিত্রাণ' পেয়ে গেছেন। একবার আমি আমার পালকীয় কাজে একটি গ্রামে গিয়েছি। অন্য মণ্ডলীর একজন খ্রিস্টান মহিলা আমাকে বললেন যে, "আমরা পরিত্রাণ পেয়ে গেছি, আপনারা পরিত্রাণ পান নাই।" আমি তাকে বললাম যে, "আপনি যদি পরিত্রাণ পেয়ে গিয়েই থাকেন, তাহলে তো আপনার আর কোন ধর্ম-কর্ম করার দরকার নেই।"

বড় একটি প্রশ্ন: What is Salvation অর্থাৎ, মুক্তি বা পরিত্রাণ কি?

শৈশবে মনে করতাম যে, মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে হলে একটি সরু দরজা দিয়ে একটি অতি বড় ঘরে প্রবেশ করতে হবে। সেখানে ভিতরে অনেক স্বর্গদূত, সাধু-সাধ্বীগণ ও পবিত্র ব্যক্তিগণ রয়েছেন - সেখানে কত আনন্দ হচ্ছে! কত উল্লাস হচ্ছে! সবাই ঈশ্বরের প্রশংসা গান করছে। অর্থাৎ, স্বর্গ বা পরিত্রাণ লাভ মৃত্যুর পরের একটি বিষয়। আমার মত হয়তো বা অনেকে এরূপ বিশ্বাস করে আসছেন।

আরেকটি বড় প্রশ্ন হলো:

যিশু খ্রিস্ট দ্বারা সাধিত পরিত্রাণ কাদের জন্য বা কারা তা লাভ করতে পারে? শুধুমাত্র কি খ্রিস্টের অনুসারীরা, অর্থাৎ, খ্রিস্টানগণই এই পরিত্রাণ লাভ করবে? এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যুগে যুগে বড় বড় অনেক পণ্ডিতদের মধ্যে উত্তরের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় এবং এখনো সেই বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

কার্থেজ নগরের সাধু সিপ্রিয়ান লক্ষ্য করেছেন যে কিছু খ্রিস্টান তাদের বিশপ ও পুরোহিতদের আদেশ অমান্য করার কারণে মণ্ডলীচ্যুত হওয়ার আতঙ্কে রয়েছে। মূলত তাদেরকেই উদ্দেশে করে তিনি বলেছেন, "মণ্ডলীর বাইরে পরিত্রাণ নেই" ("Extra ecclesiam nulla salus"= "Outside the church no salvation.")

এই ধারণার ভিত্তি ছিল তার পূর্বেকার আন্টিয়কের সাধু ইগ্নাসিউসের এই ধারণা যে, যারা মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, তারা পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না এবং স্বর্গে যেতে পারে না। তার ধারণা মতে, "মণ্ডলী থেকে ইচ্ছাকৃত ও দুষ্টতাপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা পরিত্রাণ লাভ করা থেকে বঞ্চিত হওয়ার স্পষ্ট কারণ" ("wilful and guilty separation from the Church is clearly the reason for exclusion from salvation.")

সাধু ইগ্নাসিউসও লেখেন: "ভ্রাতৃত্ব, প্রতারিত হয়ো না: যদি কেউ মণ্ডলীর বিচ্ছিন্নতাকারীর অনুসরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি ঐশ রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না" ("Be not deceived, my brethern: if anyone follows a maker of schism, he does not inherit the Kingdom of God")

পরবর্তীতে বিখ্যাত ঐশতত্ত্ববিদ অরিজেন এই ধারণাটি সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। তিনি মণ্ডলীকে একটি গৃহ (House)-এর সাথে তুলনা করেছেন এবং স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই গৃহের ভিতরে যারা বাস করে মাত্র তারাই পরিত্রাণ পাবে। তাই তিনি বলেন: "এই গৃহের বাইরে, অর্থাৎ মণ্ডলের বাইরে কেউ পরিত্রাণ পাবে না। মণ্ডলীর ভিতরে যা আছে, পরিত্রাণ শুধুমাত্র তাদের জন্য সুনিশ্চিত।" ("Outside this house, that is, outside the Church no one is saved... Salvation is ensured only for those within the church...")

পরবর্তীতে সাধু আগস্টিন "আদিপাপ" - এই ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে বলেছেন যে, আদমের সন্তান হিসেবে আমরা সবাই আদি পাপে কলঙ্কিত। তাই বাপ্তিস্ম বা দীক্ষা গ্রহণ ছাড়া, আদি পাপের কলঙ্ক থেকে মুক্ত না হয়ে যেসব শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোক মৃত্যুবরণ করে, তারা পরিত্রাণ লাভ ও স্বর্গে গমন থেকে বঞ্চিত হয়।

পরিত্রাণ বিষয়ক উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুধ্যানগুলো যুগে যুগে মানুষকে চিন্তার খোরাক যুগিয়ে আসছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে মানুষের হৃদয়-মন, চিন্তা চেতনা পূর্বের চেয়ে আরো বেশি আলোকিত হচ্ছে, উন্মুক্ত হচ্ছে এবং মানুষের হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত হচ্ছে। অতীতের কিছু কিছু ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস কখনো মিথ্যা, ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, গ্যালিলি-এর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার: সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে - এটি সত্য নয়, বরং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

তেমনি ভাবে, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা একটি নতুন উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা রূপে আবির্ভূত হয়। মণ্ডলীর মধ্যে যেন পবিত্র আত্মার নব অবতরণ বা নতুন 'পঞ্চাশত্তমী'

('Pentecost') ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে এই মহাসভার শুরুতে খ্রিস্টমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে পোপ ২৩শ যোহন বলেছিলেন: "জানালাগুলো খুলে দাও, ভেতরে সতেজ সমীরণ প্রবেশ করতে দাও।" ("open the windows of the church and let in some fresh air...")

মণ্ডলী এবং পরিত্রাণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা অনেক নতুন চিন্তা-চেতনা ও আত্ম-উপলব্ধির জন্ম দিয়েছে।

আমরা চিরাচরিত ভাবে বিশ্বাস করে আসছি যে, পরিত্রাণ হলো পাপ থেকে মুক্তি। অর্থাৎ 'পরিত্রাণ'-কে আমরা শুধুমাত্র 'আধ্যাত্মিক মুক্তি' হিসেবে দেখে আসছি - অন্য কথায়, পরিত্রাণ হলো আত্মার মুক্তি। আর আত্মার মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হয় শুধু মাত্র মৃত্যুর পর স্বর্গে প্রবেশ করে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যমে। আমার যতটুকু স্বল্প জ্ঞান অন্য সব ধর্ম সম্বন্ধে, অনেক ধর্মবিশ্বাসী তদ্রুপ বিশ্বাস করে থাকেন। অর্থাৎ পরিত্রাণ বা মুক্তি হলো মৃত্যুর পরের ব্যাপার, যা শুধুমাত্র স্বর্গে পৌঁছে লাভ করা যায়। সহজ কথায় বলা যেতে পারে, যারা পাপের কারণে স্বর্গে যেতে পারে না, তারা পরিত্রাণ লাভ করে না।

পরিত্রাণ বা মুক্তি হলো পাপ ও মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নতুন জীবনের পথে যাত্রা - যা প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের কাজ। ইস্রায়েল জাতির কাছে এই মুক্তি বা পরিত্রাণ ছিল মিশর দেশের দাসত্ব: তথা নিপীড়ন-অত্যাচার, বঞ্চনা, শোষণ, দুঃখ, কষ্ট, ইত্যাদি থেকে উদ্ধার পেয়ে, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ করে লোহিত সাগর পার হয়ে প্রতিশ্রুত নতুন দেশে আগমন। তাই তারা প্রতি বছর ঘটা করে এই 'উদ্ধার পর্ব' বা 'Passover' উৎসব পালন করে থাকে।

পবিত্র নিয়মে এই উদ্ধার উৎসব হলো যিশুর দ্বারা সম্পন্ন পরিত্রাণ - আর তা হলো পাপ ও মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া। পাপের পরিণাম হলো মৃত্যু অর্থাৎ পাপ মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। তাই পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে, "কারণ পাপের মজুরি মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের দান আমাদের প্রভু খ্রিস্ট যিশুতে রয়েছে অনন্ত জীবন"*(রোমীয় ৬:২৩)*।

"একজনের মধ্য দিয়ে যেমন পৃথিবীতে পাপ এসেছিল, তেমনি পাপের সাথে এসেছে মৃত্যু। সকল মানুষ পাপ করেছে বলে মৃত্যু সকলের মধ্যে সংক্রামিত হলো" *(রোমীয় ৫:১২)*।

সাধু পল আমাদের জীবনের বেশ কিছু পাপের কথা উল্লেখ করেন, যা আমাদের জীবনে মৃত্যু ডেকে আনে: ব্যভিচার, অশুচিতা, উশৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ উৎসব আর এই ধরনের সবকিছু" *(গালাতীয় ৫:১৯-২১)*।

পরিত্রাণ বা মুক্তি লাভ করা হলো এই পাপময়তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া এবং পবিত্র সুন্দর নির্মল জীবনের পথে প্রতিদিন যাত্রা করা। তাই আমরা ইহুদি জাতির মত প্রতি বছর পুণ্য শনিবার পুনরুত্থানের নিশি উৎসবের সময় এবং পুনরুত্থান রবিবার দিন সেই উদ্ধার পর্ব বা Passover উৎসব পালন করে থাকি এবং পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রতীক জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে দৃঢ় শপথ করি যে, আমি আর পাপ করবো না, শয়তানের সমস্ত প্রলোভন এবং পাপের সংস্পর্শ পরিহার করে সর্বদা যিশুর আলোতে পথ চলব।

"পাপ ও মৃত্যু আমাদেরকে বেঁধে রাখে। যিশুর মত পানপাত্র থেকে পান করা হলো সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। তা-ই হলো পরিত্রাণের পথে যাত্রা।" (Sin and death entrap us. Drinking the cup, as Jesus did, is the way out of that trap. It is the way to salvation.")

প্রশ্ন থেকে যায়, পরিত্রাণ কি শুধু পাপ পুণ্য এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গ লাভের ব্যাপার! এর একটি সুন্দর উত্তর দিয়ে বিখ্যাত আধ্যাত্মিক লেখক হেনরি জে.এম. নাওয়েন বলেছেন: "পরিত্রাণ শুধু পরজীবনের একটি লক্ষ্য নয়। পরিত্রাণ হলো প্রতিদিনের একটি বাস্তবতা যা আমরা এখানে এবং এখনই আস্বাদন করতে পারি।--- আমি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি: "এই হলো পরিত্রাণের পানপাত্র" ("Salvation is not only a goal for the afterlife. Salvation is a reality of everyday that we can taste here and now... I can announce with great certainly: "This is the cup of salvation.")

যিশুর শিক্ষা অনুসারে পরিত্রাণ বা স্বর্গ লাভ শুধু মৃত্যুর পরের বিষয় নয়, তা একটি চলমান যাত্রা, যা পৃথিবীতে শুরু হয় এবং মৃত্যুর পর তা সমাপ্তি লাভ করে। তাই তিনি স্বর্গ তথা পরিত্রাণ সম্বন্ধে বলেছেন: "এ কথা কেউ বলতে পারবে না যে, 'দেখ দেখ, ঐশ রাজ্য এই তো!' বা, 'ঐশ রাজ্য ওই তো!' কেননা আসলে ঐশ রাজ্য তোমাদের মধ্যেই তো রয়েছে" *(যোহন ১৭:২১)*।

কারা পরিত্রাণ লাভ করবে? সব ধর্মে মানুষ? নাকি শুধু একটি ধর্মের মানুষ?

এই প্রশ্নের একটি সংকীর্ণ উত্তর খ্রিস্টধর্মে বহু যুগ ধরে চলে আসছিল যে, যা এখনো অনেক খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে চলমান, একমাত্র খ্রিস্টানগণই পরিত্রাণ লাভ করবে। সাধু সিপ্রিয়ান বলেছিলেন: "Extra ecclesiam, nulla salus:" "No salvation outside the Church." অর্থাৎ, "খ্রিস্টমণ্ডলীর বাইরে পরিত্রাণ নেই।"

এরূপ বিশ্বাসের ভিত্তি কি? যিশু বলেছেন: "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না" *(যোহন ১৪:৬, ৭)* - যিশুর একটি বাণী যুগ যুগ ধরে অনেক সময় সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এরূপ সংকীর্ণ ধারণা বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে এখনো চলে আসছে এবং অনেক বড় বিশ্বাসের সমস্যা সৃষ্টি করছে। যেমন, অন্য ধর্মের যেসব ভাল লোক রয়েছে, বা শিশুরা রয়েছে, তারা কি পরিত্রাণ লাভ করে স্বর্গে যেতে পারবে?

যিশু খ্রিস্ট সাধিত পরিত্রাণ সকলের জন্য। তিনি সকল ধর্মের মানুষের জন্য এসেছেন, সব মানুষেরই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার অধিকার রয়েছে, তাঁর ঐশ রাজ্যে প্রবেশ করার অধিকার রয়েছে। তাই তিনি বলেন: যারা আমাকে 'প্রভু! প্রভু!' বলে ডাকে, তারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে, তা নয়! বরং আমার স্বর্গনিবাসী পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই সেখানে প্রবেশ করতে পারবে" *(মথি ৭:২১)*।

সেখানে প্রবেশের একমাত্র মানদণ্ড হলো সুন্দর পবিত্র জীবন। তাই যিশু বলেন, "অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা - তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে" *(মথি ৫:৮)*। যিশু আরো বলেন, "শিশুর মত যারা, স্বর্গরাজ্য যে তাদেরই" *(মথি ১৯:১৪)*।

গ্রন্থ সহায়ক:

1) Antton Egiguren OFM, NOSTRA AETATE, The Catholic Church and other world Religions, Theology of religious pluralism), 2009, পৃ: 36, 39

2) H, পৃ: 38

3) Letter to the Philadelpians, দ্রষ্টব্য. NOSTRA AETATE, পৃ: 38

4) Homies on Joshua, 3,5, দ্রষ্টব্য C. NOSTRA AETATE, পৃ:38

5) দ্রষ্টব্য: NOSTRA AETATE, পৃ: 41

6) দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিল

7) Henri J.M. Nouwen, CAN YOU DRINK THE CUP, Ave Maria Press, Notre Dame, Indiana, 1996, পৃ: 91|RK

8) H, পৃ: 91

9) H, পৃ: 91

খ্রিস্টের পুনরুত্থান ও খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনে এর তাৎপর্য

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একটি কেন্দ্রীয় এবং অপরিহার্য সত্য। খ্রিস্টের পুনরুত্থান খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। এটি শুধু একটি অলৌকিক ঘটনা নয়, বরং বিশ্বাসীদের জীবনের জন্য গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ বহন করে। যিশু খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে মানুষ পাপ থেকে মুক্তি এবং নতুন জীবনের আশা লাভ করে। যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে মৃত্যু শেষ কথা নয়, বরং ঈশ্বরের শক্তি মৃত্যুকে জয় করতে সক্ষম। খ্রিস্টের পুনরুত্থান শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং এটি আমাদের বিশ্বাস, আশা এবং জীবনের মূল ভিত্তি। এটি আমাদেরকে নিশ্চিত করে যে ঈশ্বর জীবিত, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং তিনি আমাদের জন্য চিরন্তন জীবনের পথ প্রস্তুত করেছেন। তাই প্রতিটি খ্রিস্টবিশ্বাসীর উচিত পুনরুত্থানের এই মহান সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করা এবং তার আলোকে জীবনযাপন করা।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান ও বিশ্বাসীর জীবন:

খ্রিস্টের পুনরুত্থান ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ। "তিনি এখানে নেই; তিনি তো পুনরুত্থিত হয়েছেন" *(লুক ২৪:৫)*। পুনরুত্থান দেখায় যে, মৃত্যু যিশুকে ধরে রাখতে পারেনি। ঈশ্বরের এই শক্তিই বিশ্বাসীদের জীবনে কাজ করে এবং তাদেরকে নতুনভাবে বাঁচতে সাহায্য করে। যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে মৃত্যু শেষ কথা নয়, বরং ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ।

ক) পাপ থেকে মুক্তি/পরিত্রাণ: পুনরুত্থান আমাদের পাপ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়। যিশুর মৃত্যু আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করেছিল, 'যিশু খ্রিস্ট বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন' *(দ্রঃ মার্ক ১০:৪৫);* কিন্তু তাঁর পুনরুত্থান প্রমাণ করে যে সেই মুক্তিপণ/মূল্য গ্রহণযোগ্য হয়েছে। "প্রভু যিশুকে আমাদের অপরাধ অপকর্মের জন্যেই মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের অন্তরে ধার্মিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্যেই তো তাঁকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে" *(রোমীয় ৪:২৫)*। অর্থাৎ, পুনরুত্থান ছাড়া আমাদের পরিত্রাণ সম্পূর্ণ হতো না। পুনরুত্থান বিশ্বাসীদেরকে পাপের উপর জয়লাভের ক্ষমতা দেয়। খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন এই কথা বিশ্বাস করি যে, তাঁর সঙ্গে আমরা জীবিত থাকব" *(রোমীয় ৬:৮)*। তাই বিশ্বাসীদের উচিত নিজেদেরকে পাপের জন্য মৃত এবং ঈশ্বরের জন্য জীবিত খ্রিস্ট যিশুরই আশ্রয়ে।

খ) প্রতিশ্রুতির সত্যতা ও নতুন জীবন: খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে। "তিনি কিন্তু এখানে নেই; তিনি তো পুনরুত্থিত হয়েছেন, ঠিক যেমনটি হবেন ব'লে তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন" *(মথি ২৮:৬ক)*। এই পদটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, যিশু তাঁর কথা অনুযায়ীই মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বরের বাণী কখনো ব্যর্থ হয় না; বরং তা নতুনত্বে ফলপ্রসূতায় বিকশিত ও প্রকাশিত হয়। খ্রিস্টের পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের জীবনে নতুন জন্মের সূচনা করে। "কেউ যদি খ্রিস্টের সঙ্গে মিলিত হয়, তবে সে এক নবসৃষ্টি হয়ে ওঠে। যা পুরানো, তা তো মিলিয়েই গেছে। দেখ, সমস্তই এখন নতুন হয়ে উঠেছে" *(২ করিন্থীয় ৫:১৭)*। পুনরুত্থানের শক্তি বিশ্বাসীদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদেরকে নতুন জীবনের আশা দেয়। "ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের ঈশ্বর ও পিতা! তাঁর অসীম করুণা গুণেই তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান ঘটিয়ে আমাদের নবজন্ম দান করেছেন, যাতে এক প্রাণময় আশায় আমরা বুক বাঁধতে পারি" *(১ পিতর ১:৩)*। এই জীবন্ত আশা আমাদেরকে কষ্ট, দুঃখ ও পরীক্ষার মধ্যেও বিশ্বাসের দৃঢ়তায় থাকতে সাহায্য করে ফলপ্রসূ হতে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়।

গ) ভবিষ্যৎ জীবনে পথ চলার নিশ্চয়তা: পুনরুত্থান খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ভবিষ্যৎ জীবন ও পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা দেয়। "আসলে কিন্তু খ্রিস্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতই হয়েছেন; শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছে যারা, তিনি তাদের মধ্যে যেন নতুন ফসলের সেই প্রথম অংশেরই মতো" *(১ করিন্থীয় ১৫:২০)*। যিশুর পুনরুত্থান আমাদের ভবিষ্যৎ পুনরুত্থানের একটি প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চয়তা। যেমন তিনি উঠেছেন, তেমনি আমরাও একদিন উঠব। খ্রিস্টের পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের নিত্যদিনের জীবনে পরিবর্তন আনে। "আর তাই দীক্ষাস্নানে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, তাঁর সঙ্গে মৃত্যুতেই সমাহিত হয়েছি, যাতে, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিস্ট যেমন পিতার মহিমাশক্তিতে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তেমনি আমরাও যেন এক নবজীবনের পথে চলতে পারি" *(রোমীয় ৬:৪)*। অর্থাৎ, পুনরুত্থান শুধুমাত্র ভবিষ্যতের জন্য নয়, বর্তমান জীবনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদেরকে পাপ থেকে দূরে থেকে ধার্মিক জীবনে চলার শক্তি দেয়। পুনরুত্থান বিশ্বাসীদেরকে পবিত্র জীবনে চলতে আহ্বান জানায়। "আমি তো খ্রিস্টকে জানতেই চাই, জানতে চাই, কেমনতর তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি" *(ফিলিপীয় ৩:১০)*। এই শক্তি বিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে সাহায্য করে।

ঘ) ভয়কে জয় বিশ্বাসে আনন্দ: পুনরুত্থান আমাদেরকে ভয় থেকে মুক্তি দেয়। যিশু মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর ক্ষমতাকে নষ্ট করেছেন এবং যারা মৃত্যুভয়ে সারা জীবন বন্দী ছিল তাদের মুক্ত করেছেন। ফলে একজন বিশ্বাসী মৃত্যুকে আর ভয় পায় না, কারণ সে জানে যে মৃত্যুর পরেও জীবন আছে *(দ্রঃ হিব্রু ২:১৪-১৫)*। পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে। যদি খ্রিস্ট পুনরুত্থিত না হতেন, তবে আমাদের বিশ্বাস বৃথা হতো। "আর খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বাণীপ্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন" *(১ করিন্থীয় ১৫:১৪)*। তাই পুনরুত্থানই খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তি। পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের জীবনকে উদ্দেশ্যময় করে তোলে ফলপ্রসূ হতে দিকনির্দেশনা দেয়। পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের জীবনে ভয় দূর করে। "আমি জীবিত আছি ব'লেই দেখতে পাবে; আর তোমরাও এখন তেমনি জীবিতই হবে" *(যোহন ১৪:১৯)*। এই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসীদের হৃদয়ে সাহস জাগায়। "তোমরা যখন খ্রিস্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন তোমরা সেই সব-কিছু পেতে চেষ্টা কর, যা রয়েছে ঊর্ধ্বলোকে" *(কলসীয় ৩:১)*। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত স্বর্গীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

ঙ) পুনরুত্থান আমাদেরকে সাক্ষী করে: খ্রিস্টের পুনরুত্থান বিশ্বাসীদেরকে সাক্ষ্য দিতে উৎসাহিত করে। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের আদেশ দেন, "সুতরাং যাও : তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষদের আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর" *(মথি ২৮:১৯)*। পুনরুত্থানের সুসমাচার প্রচার করা প্রতিটি খ্রিস্টবিশ্বাসীর দায়িত্ব ও অধিকার। যিশুর শিষ্যরা তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী ছিল এবং তারা সাহসের সঙ্গে এই সুসমাচার প্রচার করেছিল। "তবে পবিত্র আত্মা তোমাদের ওপর নেমে এলে তোমরা কিন্তু শক্তি লাভ করবে। তখন জেরুসালেমে, সমগ্র যুদেয়ায় ও সামরিয়ায় এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত

(বাকি অংশ ৯ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসব: সমাজ ও পরিবারে উদ্‌যাপন

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

একদিন হঠাৎ করেই একটি পরিবারের পিতা-মাতার সাথে আলাপকালে তাদের পরিবারের দুঃখ-কষ্টের কথাগুলো শুনছিলাম। পরিবারটিতে নানাধরণের সমস্যা বিদ্যমান তবুও তারা ঈশ্বরবিশ্বাসী। হঠাৎ করেই সেই পরিবারের মা কান্নামিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠল 'আমার ছেলে গতকাল রাতে মদ খেয়ে আমাদের মারধর করেছে এবং ঘরের আসবাবপত্রসহ অনেক জিনিসের ক্ষতি করেছে।' কথাগুলো বলতে বলতেই মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। আমি অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম এটা শুনে যে ছেলে কিভাবে তার জন্মদাতা পিতা-মাতার গায়ে হাত তুলতে পারে। তবুও নিজেকে শক্ত করে আমি সেই পরিবারের সকলকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম। সেই পরিবারের সহভাগিতায় উঠে এল বড়দিন/ইস্টার এলেই পরিবারের এ ধরণের ঝামেলা হয়ে থাকে কারণ ছেলে-মেয়েরা গির্জা-প্রার্থনায় না গেলেও মদের আসরে যেতে ভুলে না। একটু নিরব থেকে অনুধাবন করলাম আসলেই তো বর্তমানে আমাদের সমাজের এই অবস্থা। আমি সেইদিন সেই মাকে বলেছিলাম এটা আপনার জন্য সাময়িক একটি ক্রুশ, যিশু যেমন পুনরুত্থান করেছেন তেমনি আপনিও আপনার এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন। লক্ষ্য করেছি সেই মায়ের চোখে-মুখে আশার চিহ্ন। বর্তমান সময়ে প্রায় যে পরিবারেই যাই না কেন এরকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। পাস্কাপর্বে যখন মফস্বল এলাকাগুলোতে যাই তখন বুঝতে পারি আমাদের সমাজে এখনও কত সমস্যা ও অশান্তি বিরাজমান আর এ কারণেই অনেকের অন্তরে পাস্কার পবিত্র আনন্দ পৌঁছায় না। আমাদের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও পরিবার রয়েছে। পাশাপাশি কোন মধ্যবিত্ত পরিবারে অনেক ঘটা করে পুনরুত্থান উৎসব পালন করলেও গরীব একটি পরিবারে দেখা যায় কোন রকম খেয়ে না খেয়ে পালন করছে। কিন্তু আমরা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, আমাদের চারিদিকে কি হচ্ছে তা লক্ষ্য করার মতো সময় আমাদের নেই। তবে পুনরুত্থানের মূল আনন্দই তো সহভাগিতার মধ্যে অন্তর্নিহিত। পৃথিবীর সুদীর্ঘ যাত্রাকালের পরিক্রমার সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি যে ঈশ্বরপুত্র যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুর তিনদিন পরে তার আপন মহিমাগুণে পুনরুত্থিত হয়েছেন। এটা সমগ্র পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনাসমূহের মধ্যে এক, অনন্য এবং অসাধারণ ঘটনা। যিশু খ্রিস্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান হলো একটি রহস্যাবৃত সত্য ঘটনা। প্রথম আদমের অবাধ্যতার ফলে যে পাপ, মন্দতা এবং দূরত্ব ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তা দ্বিতীয় আদম অর্থাৎ যিশুখ্রিস্টের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের গুণে আমাদের পাপ থেকে মুক্তিদানের মাধ্যমে পুনরায় ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তাহলে আমরা দেখি যে যিশুর পুনরুত্থান ঘটনা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং এটা ঈশ্বরের মহা পরিকল্পনার একটি অংশ। যার প্রধান ও অন্যতম লক্ষ্য ছিল তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যেন পাপে পতিত হয়ে তার কাছ থেকে চিরতরে দূরে সরে না যায় বরং তার একমাত্র পুত্রের ক্রুশীয় মৃত্যু ও পুনরুত্থানের গুণে যেন তারা পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসি।

মণ্ডলীতে পুনরুত্থান উৎসব: খ্রিস্টবিশ্বাস ও উপাসনার মধ্যে পুনরুত্থান পর্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ। আদিমণ্ডলীতে যিশুর পুনরুত্থান পর্ব যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে উদ্‌যাপন করা হতো। প্রতি রবিবার যথাযথ মর্যাদার সাথে রুটি ছেঁড়া অনুষ্ঠান করা হতো। খ্রিস্টীয় উপাসনার সাত সপ্তাহব্যাপী তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল উদ্‌যাপনের পরেই পুনরুত্থান উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। পুনরুত্থান পর্ব হলো: যিশুর গৌরবময় রূপ, মৃত্যু বিজয়ের আনন্দ, পাপ প্রলোভনকে জয় করার মাহাত্ম্য প্রকাশ। যিশু নিজেই পুনরুত্থানের বিষয়ে বলেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে; আর জীবিত যে কেউ আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তার মৃত্যু হতেই পারে না" *(যোহন ১২:২৬)*। যিশুর এই আশ্বাস ভরা বাণী ভক্তবিশ্বাসী মানুষের জীবনে নতুন চেতনা ও অনুপ্রেরণা দেয়। পুনরুত্থানের আনন্দ ও উপলব্ধি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অন্তরে নতুন চেতনা ও সাহস দান করেন। পুনরুত্থান শব্দটি অতি মধুর, সুন্দর ও তাৎপর্যমন্ডিত। পুনরুত্থান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো: উত্থিত হওয়া, জেগে উঠা, তমসাকে জয় করা, সজীব হওয়া, তেজ হওয়া, আনন্দিত হওয়া, জীবন ফিরে পাওয়া, রূপান্তর লাভ করা ইত্যাদি। উপরে উল্লিখিত ঘটনাটি থেকে সন্তানের সুপথে ফিরে আসাই হলো পুনরুত্থান। খ্রিস্ট যিশু আমাদের প্রতিনিয়ত সেই আহ্বানই করেন।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জীবনে পুনরুত্থান উৎসব: মৃত্যুঞ্জয়ী প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান সকল খ্রিস্টভক্তদের বিশ্বাসের মূলভিত্তি। প্রতিবছরই এই পবিত্র মহোৎসবটি আমাদের অন্তরে নিয়ে আসে জীবনকে দেখার ও বোঝার নতুন কিছু অনুভূতি নিয়ে। প্রভু যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়েই আমরা পাপ থেকে মুক্তি লাভ করি আর হয়ে উঠি স্বাধীন মানুষ। যিশু মৃত্যুঞ্জয়ী তবে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার আগে যিশুকে নিদারুণ মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, হতে হয়েছে অবহেলিত, অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, গ্রহণ করতে হয়েছে অন্যায্য ও প্রহসনমূলক বিচার, সহ্য করতে হয়েছে মিথ্যা অপবাদ ও নিন্দা এবং শেষে ক্রুশীয় মৃত্যুর যন্ত্রণাও। তবে মৃত্যু ও অন্ধকারকে জয় করে প্রভু যিশুখ্রিস্ট মানবের মুক্তির রূপকার হিসেবেই নিজেকে প্রমাণিত করেছেন। একজন খ্রিস্টের অনুসারী ভক্তবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের অনেক সময় পরীক্ষা-প্রলোভন আসে তবে রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে আমরা অনেকবারই তা জয় করতে ব্যর্থ হই। পুনরুত্থান উৎসব প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্তের জীবন নবায়নের একটি বিশেষ সময়। কারণ যিশুর পুনরুত্থানের অংশীদার হয়ে আমরাও আমাদের জীবনের পাপময়তাকে মুছে ফেলে হয়ে উঠি পরিপূর্ণ শুচি-শুভ্র মানুষ। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের আশা প্রদান করে। আমরা খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাসীভক্ত। তিনি আমাদের মুক্তির রূপকার। যখন আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের সহায়তায় আমাদের পাপকে কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই, তখনই আমাদের মধ্যে পুনরুত্থিত যিশুর শক্তি কাজ করে। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের কষ্ট ও মৃত্যু বৃথা যাবে না। যিশুর পুনরুত্থান প্রকাশ করে যে ভালোবাসা পাপ ও মৃত্যুর চেয়ে বেশি শক্তিশালী। প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্তই তাদের ব্যক্তিজীবনে পুনরুত্থানের আনন্দ উপলব্ধি করে বিধায় মণ্ডলী এখনও জীবন্ত।

গ্রামীণ সংস্কৃতিতে পুনরুত্থানের প্রস্তুতি: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ কিছু ঐতিহ্য রয়েছে যা পুনরুত্থানের আনন্দকে আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলে। গ্রামে জন্ম হওয়ার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই গ্রাম্য ঐতিহ্যের স্বাদ নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

❖ **কষ্টের গান:** আমি যখন অনেক ছোট তখন লক্ষ্য করতাম প্রায়শ্চিত্তকাল আসলেই গ্রামে কষ্টের গান হতো। ছোট হওয়ায় তখন গানের কিছুই বুঝতাম না বা উপলব্ধি করতাম না। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথেই কৌতুহল জাগল যে কি হয় আসলে কষ্টের গানে। সেই কৌতুহল থেকেই জানতে পারলাম আসলে কষ্টের গান হলো সৃষ্টির শুরু থেকে যিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলী গান গেয়ে স্মরণ করা। দুই দলে গান করা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টির আদি কাহিনী থেকে যিশুর পুনরুত্থান পর্যন্ত ঘটনাবলী অন্যের কাছে পৌছে দেওয়া

হয়। প্রায়শ্চিত্তকালে এটি অনেক সুন্দর একটি প্রস্তুতি যার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে পুনরুত্থানের মাহাত্ম্যে প্রবেশ করা সম্ভব হয়। কষ্টের গানের সবচেয়ে আর্কষণীয় ও বিশেষ দিক হলো পুণ্য শুক্রবারে সারারাত যিশুর যাতনাভোগের স্মরণার্থে কষ্টের গান করা। যদিও বর্তমানে এটি অনেকটা বিলুপ্তির পথে তবে তারপরেও এর চর্চা রয়েছে। গ্রামীণ ঐতিহ্যে এটি অনেক সুন্দর একটি প্রস্তুতি।

❖ **যিশুর লীলাপালা:** প্রায়শ্চিত্তকালে কষ্টের গানের পাশাপাশি যিশুলিলাও একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। মরুপ্রান্তরে দিয়াবল যখন যিশুকে প্রলোভন দেখিয়েছিল সেখান থেকে যিশুর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাবলীকে অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চায়িত করা হয়। আমাদের সমাজে যিশু লিলাপালার মধ্য দিয়েও পুনরুত্থানের প্রস্তুতি গ্রহণের সুন্দর একটি মাধ্যম।

❖ **জীবন্ত ক্রুশের পথ:** গ্রাম্য ঐতিহ্যে অনেক আগে থেকেই জীবন্ত ক্রুশের পথ করা হয়। যিশু ক্রুশে যেভাবে কষ্ট পেয়েছেন তা অন্তরে উপলব্ধি করে বাস্তবে তা ফুটিয়ে তোলাই হলো জীবন্ত ক্রুশের পথ। গেৎসিমানী বাগানে যিশুর মর্মবেদনা থেকে সমাধি পর্যন্ত যিশুর এই দীর্ঘ যাত্রা যখন অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় তখন ভক্তবিশ্বাসীরা আরো অনেক বেশি যিশুর কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে।

বিভিন্ন পরিবারে পুনরুত্থান উৎসব উদযাপনের ভিন্নতা

পুনরুত্থান আমাদের খ্রিস্টে বিশ্বাসী করে তোলে, আর খ্রিস্টবিশ্বাস আমাদের অন্তরে আশার সঞ্চার করে। এই আশা আমাদের সকল মন্দতা পরিহার করতে, পবিত্রতায় জীবন-যাপন করতে এবং সমস্ত সত্তা দিয়ে ভগবানকে ভালোবাসতে তাড়িত করে, যেন আমরা খ্রিস্টের মহিমান্বিত জীবনে প্রবেশ করতে পারি। খ্রিস্ট এসেছেন আমাদের মুক্তি দিতে, যেন আমরা নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তর হতে পারি। পুনরুত্থান হলো একটি নিগূঢ় রহস্য, যা খ্রিস্টবিশ্বাসের উৎস ও প্রেরণা। আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ, এ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অল্পসংখ্যক খ্রিস্টান ভক্তবিশ্বাসী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পুনরুত্থান/বড়দিন উৎসব উদ্‌যাপনে রয়েছে নানা ভিন্নতা কারণ আমাদের সমাজে নানা শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। আমরা যদি প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবারে পাস্কাপর্ব উদ্‌যাপন বিশ্লেষণ করি তাহলে খুঁজে পাব ধনী, গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারগুলো। নিচে একান্তই আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণে বিভিন্ন পরিবারে পুনরুত্থান উৎসব পালনের বিষয়টি তুলে ধরছি।

❖ **ধনীশ্রেণীর পরিবার:** সামাজিক বাস্তবতায় ঈশ্বর আমাদেরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ধনী করে তুলেছেন। আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজে এরকম অনেক পরিবার রয়েছে যারা আর্থিকভাবে বিত্তবান। ধনী শ্রেণীর পরিবারগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় জীবিকার তাগিদে সবাই কর্মব্যস্ত সময় পার করেন যার কারণে পাস্কাপর্বের পূর্বে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ প্রায়শ্চিত্তকালীন যাত্রায় অংশ নিতে ব্যর্থ হন। আবার অনেক পরিবার সুযোগ থাকলেও তা করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। একবার একলোক খুব জোরের সাথেই বলছিলেন 'আমি বাড়িতে থেকেই প্রার্থনা করি, আমার তো সবই আছে গির্জায় গিয়ে কে বড়লোক হইছে'। যখন এই ধরণের মনোভাব আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে তখন আমাদের মধ্য থেকে খ্রিস্টবিশ্বাস হারিয়ে যায়। তবে অবশ্যই এটা সব পরিবারের বাস্তবতা নয়। এছাড়াও ধনীশ্রেণীর পরিবারগুলোতে অনেক সময়ই দেখা যায় পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে বাহ্যিক অনেক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন যেমন: পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাবার-দাবার, কোমল পানীয় ইত্যাদি তবে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে আমরা ভুলে যাই। এজন্য অনেক সময় পুনরুত্থান উৎসব হয়ে যায় বাহ্যিক আনন্দ-ফূর্তি।

❖ **মধ্যবিত্ত পরিবার:** প্রায়শই মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে দেখা যায় পরিবারে নানা ব্যস্ততা সত্বেও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টের পুনরুত্থানের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেন। তবে আমাদের দেশে অনেক পরিবার ও খ্রিস্টভক্ত রয়েছে যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হন। বর্তমান সময়ে শহর/গ্রামের ধর্মপল্লীগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে যা চিন্তার বিষয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরা সবাই যখন গ্রামে পাস্কা করতে আসেন তখন তাদের চোখে মুখের তৃপ্তির ঢেকুর লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের সকলকে নিয়ে একসাথে যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়াই তো পুনরুত্থানের আসল আনন্দ।

❖ **গরীব পরিবার:** বাস্তবতার কাছে আমরা বড়ই অসহায়। আমাদের সমাজে কারো অনেক কিছু থাকা সত্বেও খুশি না আবার কারো কারো অল্প কিছুতেই আকাশসম আনন্দ। গরীব পরিবারগুলোতে বড়দিন/পাস্কার সময় পিতা-মাতার মধ্যে সুন্দর একটি বিষয় লক্ষণীয় আর তা হলো নিজেদের ত্যাগস্বীকারের বিনিময়ে সন্তানের জন্য ভালো কিছু দেওয়া। এখানেই আমার মনে হয় প্রকৃত অর্থে যিশুর ত্যাগস্বীকার এবং জগতে আমাদের মধ্যকার মানুষের কষ্টের এক গভীর মিল রয়েছে। আমি গত ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে পাস্কাপর্ব করতে নওগাঁ জেলার চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীর প্রত্যন্ত একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে তিনদিন তাদের সাথে ছিলাম এবং ধ্যান-প্রার্থনা করেছি। লক্ষ্য করেছি তাদের সেরকম কিছুই নেই তবে যা আছে তা অমূল্য আর তা হলো তাদের বিশ্বাস। খ্রিস্টের পুনরুত্থানে এই খ্রিস্টবিশ্বাসই আমাদের চলার পাথেয়।

❖ **গ্রামাঞ্চলে ধনী-গরীব সকলের সমন্বয়ে বৈঠক:** ভাওয়াল অধ্যুষিত এলাকা এবং সেই এলাকা থেকে পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন জায়গায় পুনরুত্থান উৎসবের সময় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য মূলত সমাজের সকলের সাথে পুনরুত্থানের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়া তবে কালের পরিক্রমায় এটিও বিলুপ্তির পথে। আমরা চেষ্টা করতে পারি আমাদের পুরানো ঐতিহ্যগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। আমাদের সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠ ও কিশোর-কিশোরী সকলের সমন্বয় ঘটে যা আমাদের পুনরুত্থানের আনন্দ লাভ করতে পারি।

পরিশেষে বলা যায়, যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান শুধুমাত্র অতীতের ঘটে যাওয়া সাধারণ কিছু ঘটনার সমষ্টিকে স্মরণ করা নয় বরং এগুলো আমাদের জীবনে জীবন্ত প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা। পুনরুত্থানের সময় আমরা স্মরণ করি যে, যিশু আমাদের সকলের পাপের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনদিন পরে পুনরুত্থান করে আমাদের নবজীবন দিয়েছেন। আমাদের ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক, সামাজিক ও অন্যান্য নানা বাস্তবতার কারণে অনেকবারই খ্রিস্টের পুনরুত্থানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারি না। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ছোট-বড় ক্রুশ রয়েছে তবে আমরা যিশুর প্রেমের স্পর্শে তা জয় করতে পারি। প্রভু যিশুর পুনরুত্থান আমাদের সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও শান্তি। অশান্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক খ্রিস্টযিশুর মুক্তি বারতা।

(৭ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

তোমরা আমার সাক্ষী হবে" *(প্রেরিত ১:৮)*। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা আজও সেই একই দায়িত্ব বহন করে।

উপসংহার: পুনরুত্থান আমাদেরকে চিরন্তন জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়। যিশু বলেন, "আমি পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে" *(যোহন ১১:২৫)*। যিশু খ্রিস্টের এই প্রতিশ্রুতি আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ আশা। খ্রিস্টের পুনরুত্থান শুধু অতীতের একটি ঘটনা নয়, বরং এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য জীবন্ত বাস্তবতা। এটি বিশ্বাসীদেরকে নতুন জীবন, আশা, শক্তি এবং প্রেরণা দেয়। তাই প্রতিটি খ্রিস্টবিশ্বাসীর উচিৎ পুনরুত্থানের এই শক্তিকে নিজের জীবনে গ্রহণ করা এবং ঈশ্বরের মহিমার জয়গান করে নব আনন্দে এগিয়ে চলা।

রংচটা রঙীন বৈশাখ

রোজারিও হেনরী জুয়েল

আজি হ'তে শত বর্ষ আগে
কে কবি, স্মরণ তুমি ক'রেছিলে আমাদেরে
শত অনুরাগে
আজি হ'তে শত বর্ষ আগে।
(কাজী নজরুল ইসলাম)

পহেলা বৈশাখ; বাঙালি জাতির হৃদয় স্পন্দন গণনার শুভ সূচনার তারিখ। যদিও বাঙালি জাতির হৃদস্পন্দন বহু বছর আগেই গণনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু বাংলা সন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তার সাথে দিন তারিখও আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে দিন, তারিখ ও মাস সম্বন্ধে যেমন সকল কিছু শুদ্ধ ও সভ্যভাবে এবং লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল, তেমনি ঋতু পরিচয়, ফসল বোনা, মাড়াই, রাষ্ট্রীয় কর আদায় ও ব্যবসায়িক হালখাতারও একটা আভিধানিক, আনুষ্ঠানিক পথচলাও শুরু হয়েছিল। পহেলা বৈশাখ মানেই বাঙালি জাতির শিকড়ের সন্ধান পাওয়া, উৎসব, বাংলা কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধকরণ, বাঙালি পোশাক পরিধান, আনন্দ, বাঙালি খাবার পরিবেশন ও স্বাদ গ্রহণ, একতা মিলন ও ভ্রাতৃত্ববোধে একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়, এবং এক জাতি হয়ে ওঠাও সম্ভব হয়েছে। যদিও বাংলা সন প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন শুরুর দিকে এর উৎসবমুখর পালন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতাকরণ; আনন্দসহ উদ্‌যাপন ও পৃষ্ঠপোষক ছিল না, কিন্তু কালান্তরে আজ সবই তা সম্ভব হয়ে ওঠেছে। কেননা, বাংলা সন প্রবর্তন ও পালন মানুষের মধ্যে হতাশা ও উৎকণ্ঠার, অত্যাচার-উৎপীড়নের আশঙ্কার বিষয়গুলিও বিদ্যমান ছিল, কারণ ফসল কাটা শেষ হবার সাথে সাথেই রাজকীয়, জমিদারী কর পরিশোধের বিধিবিধান ছিল; ও পরিশোধে অক্ষমতা প্রকাশ্যে অত্যাচার, নির্যাতন, সম্পত্তি ও ফসল বাজেয়াপ্তকরণের ভয়ও ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ তা একটি জাতির উৎসবমুখর মিলন-ভ্রাতৃত্বের মেলায় পরিণত হয়েছে, পরিণত হয়েছে বাঙালীয়ানার এক অন্যতম শৃঙ্গ রূপেও।

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ১০ মার্চ মহামতি আকবরের ফরমানে আমীর ফতেহ উল্লাহ সিরাজীর উদ্ভাবিত বাংলা ফসলী সন প্রবর্তন করা হয়। অগ্রহায়ণ ছিল তার প্রথম মাস। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল একটাই, কর আদায়। জমিদারেরা উৎপেতে থাকত তাদের ধনী-গরীব প্রজাদের প্রতি, কর আদায়ের সময় এসে গেছে, গরীবেরা কর দিতে না পারলে অকথ্য নির্যাতন ও যা কিছু ছিল তা বাজেয়াপ্ত করে ভিখারীতে পরিণত করা; রাজারা খাতা খুলে বসত কখন জমিদারেরা তাদের নির্দিষ্ট সীমানার খাজনা পরিশোধ করবে ও না পারলে জমিদার উচ্ছেদ ও নব জমিদারের উদ্ভব; সম্রাটগণও তাদের কাচারিতে খোঁজ-খবর রাখত রাজারা তাদের রাজ্যের কর পরিশোধ করেছে কিনা। অপারগতায় তাদেরও পদচ্যুত, রাজ্য দখল ও নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ; সবই চলত। এ যেন এক মাৎস্যন্যায়ের মতো; করের অবহেলায় জমিদার বদল, রাজা পদচ্যুত। তাই বলা যায়, পহেলা বৈশাখ কর আদায়, অপারগতায় অত্যাচার-সাধারণের ভিখারী হওয়া-জমিদার ও রাজা বদল-সম্রাটদের আয়েসী জীবন। গরীবের ভিখারী আর গগণভেদী আর্তনাদ, সম্রাটদের ফূর্তি হৈ-হৈল্লোড় আর তার গগণভেদী জয়োল্লাস। আর এই পহেলা বৈশাখ নামের মাৎস্যন্যায়-ই ছিয়াত্তরে বাংলায় মহা দূর্ভিক্ষের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম।

পহেলা বৈশাখ পালন, স্মরণ, উদ্‌যাপন সত্যিই বিধেয়। কেননা বৎসরের এই একটি দিন আমরা বাঙালি সাজি। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা বাঙালি। এক বাক্যে বললে, পহেলা বৈশাখ: কয়েক ঘণ্টার বাঙালীয়ানা। সরকার একদিনের একটি ছুটি দেয়, ও একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে; কোন একটি বা কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে ভোর হতেই বর্ষবরণের গানে গানে অনুষ্ঠান শুরু, শোভাযাত্রা, বিভিন্ন তাল লয়ের গান বাজানা, আবৃত্তি, নাচ, আর বক্তৃতা, স্মৃতিচারণ- একাল সেকালের, নাটক বা চলচিত্রের দৃশ্য নেওয়ার জন্য সেট সাজানোর মতো মেলা সাজানো, আর অন্য সকল মানুষের তাতে শুধু অভিনয় করে যাওয়া, সন্ধ্যায় শরীর থেকে মেকাপ উঠানের মতো বাঙালি পোশাক ও বাঙালীয়ানা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, শেষে ক্লান্ত দেহে গরম পান্তা-ইলিশের ঢেকুর তুলতে তুলতে ঘুমিয়ে পড়া; যেন দায় মুক্ত হওয়া।

সব কিছুই আর্টিফিসিয়াল। শিল্পী গোষ্ঠীকে টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে আনা হয় নববর্ষের গান পরিবেশন করার জন্য। আবৃত্তিকার দরাজ কণ্ঠে আবৃত্তি করে ভাড়ায়। মেলায় দোকানীরা হরেক রকমের পসরা সাজায় নাট্য পরিচালকের দৃশ্যমত, বক্তা আবেগী ছন্দে মিহি স্বরে স্মৃতিচারণ করে চলেন ভাড়ায়, কেননা তারা বুদ্ধি বিক্রি করে সংসার চালান; তারা বুদ্ধিজীবী। অর্থের বিনিময়ে সরকার একটি ক্রোড়পত্র বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করে দায়সারে। কিন্তু দেশের ইলিশ পাচার হয়ে যায় অন্যদেশে, নিজ জলসীমানা থেকে ইলিশ ধরে অবৈধভাবে আরেক দেশের মানুষ। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে বোমা, মানুষ মারে, শোভাযাত্রাকে ধর্মীয় রং মাখিয়ে বন্ধ করার হুংকার, হুশিয়ারি, পুলিশি পাহাড়ায় সীমিত পরিসরে পালনের বাধ্যবাধকতা; আমাদের দেওলিয়াত্ব কি প্রকাশ করে? আর এত স্থানে তা পালন করা হয়, পাহাড়া দেওয়ার মতো এত পুলিশই বা কোথায়! বাঙালির প্রাণের উৎসব এই পহেলা বৈশাখ-তা কোন বাঙালির; বাংলাদেশী বাঙালির, নাকি ওপারের বাঙালির? পত্র-পত্রিকায় আবার বিভিন্ন বাঙালিও দেখা যায়, যথা- আমেরিকান বাঙালি, কানাডীয়ান বাঙালি, ইউরোপীয়ান বাঙালি, আবার প্রবাসী বাঙালিও; বিভিন্ন বাঙালি ছড়াছড়ি- তাদের আয়োজনে, উদ্যোগে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন! হায়রে আমি বাঙালি! আর বাঙালির পোশাক? লুঙ্গি-পাঞ্জাবী, নাকি পেন্ট-পাঞ্জাবী, শাড়ি নাকি থ্রি পিছ? খোদ বাংলাদেশেই যেখানে আমাদের জাতীয় পোশাক পরিধান করে বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ নিষেধ, সেখানে টিপ আর হাতে কংকন পড়া বৈধ কিনা-তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কয়েক ঘণ্টার বাঙালিয়ানা, আবার সেই একই আধুনিক পোষাক। কি প্রয়োজন ছিল নিজের সাথে এই প্রতারণার? যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত জাতীয় পোশাক পরিধান করেন ও রাষ্ট্রীয় সফর করেন; সেখানে আমরা বিভিন্ন অজুহাতে আমাদের ঐতিহ্যকে গলাটিপে হত্যা করে ফেলেছি, আরো আগে! সত্যিই বলছি আমি কিন্তু একটুও অবাক হইনি! অবাক হইনি বিভক্ত ও দ্বিধাবিভক্ত বাংলাকে দেখেও!

'বিস্ময়ে-বিমুগ্ধ মোরা তাই শুধু হেরী,
যৌবনের অভিশাপি- "কেন তুই শতবর্ষ করিলি রে দেরী?"-কাজী নজরুল ইসলাম।

আগের মুরুব্বিরা একটা কথা বলত: এমনও দিন আসতাছে যখন পান্তাভাতও মানুষের ফুয়াইয়া খাইতে অইব। "ফুয়াইয়া"-ভাওয়ালের কথ্য শব্দ যার অর্থ হল 'ফুঁ' দিয়ে ঠান্ডা করে খাওয়া। কি অবাক হয়েছেন? ঠিকই শুনেছেন। আর এখনই সেই সময়। দারিদ্রতার চাপাকলে যে পান্তাভাত একটি কাঁচা পিয়াজ ও দু'টি পোড়া শুকনো মরিচের সাথে খেতে যে স্বাদ! তা কি এই পহেলা বৈশাখে পাওয়া যায়? কথায় বলে, পান্তা ভাতের জল, সাত মর্দ্দার বল; আর আমাদের পান্তা ঠান্ডাই ছিল। আর এখন পহেলা বৈশাখে গরম ভাতে পানি মিশিয়ে পান্তা বলে পরিবেশন করা হয়, আর তা ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করেই তো খেতে হয়, সাত মর্দ্দার বল তো মরীচিকা! আবার ইলিশ সাগরের নাকি পদ্মার নাকি চন্দনা, তার কোন যাচাই-বাছাইও নেই। আর ইলিশ পাচারের ফলে অধিক দামে ইলিশ পরিবেশন করার চেয়ে পাঙ্গাস-ই সাশ্রয়! কে তদারকি করে, কে খায়, কার পকেটে এত কালো টাকা। যেখানে ঘানির সরিষা তো না-ই, আবার এতটুকু আলুর ভর্তা পঞ্চাশ টাকা, এক ইঞ্চি ব্যাসার্ধের এক টুকরো ইলিশ দু'শত টাকা, আর কাঁচা মরিচ চারশত টাকা কেজি হলে, পাতে ওঠতেই কত টাকা পিছ পড়ে; আমি আবার অংকে কাঁচা। পহেলা বৈশাখ এখন বিভিন্ন কনজুমার কোম্পানীর বিনিয়োগ আর তা থেকে শুধু মুনাফা, লাভ, আর আয়ের

(বাকি অংশ ১২ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন..)

নতুন বছর ও নতুন আশা

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

"এসো হে বৈশাখ এসো এসো"
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে"

বাংলাদেশ বর্তমানে অত্যন্ত কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং সময় পার করছে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্বার্থকতা-ব্যর্থতা, পাওয়া না পাওয়া এবং ক্ষমতার অভিলাষে রাজনৈতিক অস্থির সময়ের মাঝেই জীবন হতে বাংলা নববর্ষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ বিদায় হয়ে নতুন বছর ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ আমাদের সামনে হাজির। অর্থাৎ আজ ১লা বৈশাখ। বাংলা শুভ নববর্ষ-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ। বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বাঙালিপনার সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এই পহেলা বৈশাখ পুরাতনকে জীবন হতে বাদ দিয়ে নতুন ভাবে জীবন যাপন করার দীপ্ত শপথ। নানাবিধ বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করতে হিড়িক পড়ে যায় গ্রাম হতে শহরের আনাচে কানাচে। পহেলা বৈশাখ হলো বাঙালি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব আত্মসত্তার এক প্রাণের মহোৎসব। "আশা ছাড়া বাঁচতে চাওয়া মানে মরে যাওয়া"(ফিওদর দায়োভস্কি)। নতুন বছর মানে নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন। নতুন শপথ, নতুন শুরু। পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নতুন বছর হলো একটি নতুন সম্ভাবনার দরজা। নতুন বছর আমাদের জীবনে নতুন আশার আলোর আগমন ঘটে। বিগত বছরের সকল দুঃখ-হতাশা, নিরাশা দূর করে এগিয়ে যাই নতুন ভোরের দিকে। নতুন বছরের শুরুতে, অসীম আনন্দ ও ভালোবাসা নিয়ে সফলতার দিকে এগিয়ে যাই। সবকিছুই একদিন শেষ হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে পুরাতন, শুরু হবে নতুনের উৎসবটা, তাও চিরস্থায়ী হবে না কখনই। শেষে হারিয়ে যাওয়া বা ফেলে আসা বেদনার স্মৃতি হয়ে থাকবে কেবল। পুরাতনকে বাদ দেওয়া শোক নয়। কারণ শেষে পরে শুরু হয় নতুনের আয়োজন ও নতুন অধ্যায়। বছরের শেষটাও অনেক সময় এমনই। স্মৃতিতে ফেলা আসা দিনগুলো শুধু ফ্রেমে বাঁধা হয়ে থাকে। শোক-দুঃখগুলো ভুলে মানুষ শুধু আনন্দ ও উৎসব মনে রাখে নতুনকে পেয়ে।

নতুন বছর ও নতুন আশা পেতে লাগে ভালোবাসা। নতুন বছর বা পহেলা বৈশাখকে বরণ করতে পুরাতন বছরকে বিদায় জানানে হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, "বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক, যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি, অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক"। পহেলা বৈশাখ বাঙালিকে পুরাতন ভুলে দিয়ে নতুন জাতিতে পরিণত করে। বাঙালি নতুন করে হৃদয়-মনে, ভালোবাসায়, আবেগ-অনুভূতিতে ও মন-মানসিকতায় নতুনত্ব লাভ করে। শুধু বাহ্যিকভাবে নয় বরং মানসিক ও আত্মিকভাবেও প্রেরণা ও চেতনা পেয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখের দিনে প্রায় সমস্ত দোকানপাট নতুনভাবে সেজে ওঠে। দোকানে দোকানে মিষ্টির বিতরণ করে ও হালখাতা অনুষ্ঠান পালন হয়। এই দিনে পুরাতন হিসাব চুকিয়ে খোলা হয় নতুন হিসাবের খাতা। কেবলমাত্র শহর নয় বাংলাদেশের প্রায় সকল গ্রামে বৈশাখী মেলার আয়োজন হয়। পহেলা বৈশাখের প্রধান আকর্ষণ হল মৃৎশিল্প ও হস্তশিল্পের বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীতে ভরপুর মেলা। পুরাতনকে ধরে রাখলে নতুনকে বরণ করা যায় না। পুরাতনকে বাদ দেওয়া বা পরিত্যাগের ইচ্ছা থাকতে হবে। আগ্রহ থাকতে হবে নতুনকে বরণ করে নেওয়ার। কথায় বলে,"ছাড়লে পাওয়া যায়, না ছাড়লে কোন কিছু পাওয়া যায় না"। তাই আমাদের সবার জীবনে একটি বিশেষ সুযোগ পুরাতনকে বাদ দিয়ে নতুনকে বরণ করে নেওয়া। আমরা পুরাতনকে বিনা কারণে ছেড়ে দেই না, অর্থাৎ নতুনকে গ্রহণ করার পিছনে বহু কারণ থাকে। নতুন বছরে নিজেকে নতুন করে গড়ার ও প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ হয়। নতুন স্বপ্ন দেখি ও নতুন ভাবে বাঁচার বা জীবনকে উন্নয়ন করার উপায় খুঁজে পাই। অন্যদিকে পুরাতন বছরকে নিয়ে মূল্যায়ন করে, নিজেকে পরিবর্তনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকি। নিজেকে মূল্যায়ণের মধ্যদিয়ে খারাপ, দুর্বলতা যা আমাকে অন্যের কাছে থেকে দূরে বা বিপদে নিয়ে যায়, অশান্তিতে রাখে, সেগুলো বাদ দিয়ে আনন্দে বা উল্লাসে থাকার সুযোগ করে দেয়, যা আমাকে ভালো মানুষ হতে উৎসাহিত করে থাকে ও প্রেরণা জুগিয়ে থাকে। নতুনত্ব আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ও উল্লাস দিয়ে থাকে।

বারাক ওবামা, আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বলেন, "আশা কখনও মিথ্যে হয় না"। আশা নিয়ে নতুনকে বরণ করার জন্য শুধু বাহ্যিক প্রস্তুতি দরকার নয় বরং অন্তরে ও হৃদয়ের প্রস্তুতিরও প্রয়োজন আছে। আছে পারস্পারিক সম্পর্কের উন্নয়ন করা ও আশে পাশের পরিবেশের সাথে তালমিলিয়ে চলার চেষ্টা করা। নতুনকে গ্রহণ করে কখনই ক্ষতিগ্রস্ত বা পরাজয় হয় না বরং লাভবান হই ও নিজেকে পরিপূর্ণ হতে সাহায্য করে থাকি। নতুনকে জানার মধ্যদিয়ে নিজেকে জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নতুন বছর সকল প্রকার অনুষ্ঠান অর্থাৎ সমাজ, পরিবার বা রাষ্ট্রের যা কিছু আয়োজন করা হয়ে থাকে সবকিছুর মধ্যদিয়ে আমরা নিজেদের যেমন জানতে ও বুঝতে পারি, তেমনি জানতে ও বুঝতে পারি আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে এবং পরস্পরকেও জানতে ও বুঝতে পারি। এভাবে জানার মধ্যদিয়ে টিকে রাখতে পারব আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে। আমরা যতই আমাদের অস্তিত্বকে জানতে ও বুঝতে পারব, ততই আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। আমরা সংস্কৃতি বা কৃষ্টির সাথে থাকতে পারব। এর ফলে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, মায়া, মমতা, ভালোবাসা, দেশপ্রেম ও দেশের উন্নয়নের চিন্তা-চেতনায় বেড়ে উঠতে পারব। আমরা খাঁটি বাঙালি হতে পারব। নতুনকে বরণ ও ধারণ করার মধ্যদিয়ে আমরা নিজেকে আবিষ্কার করতে পারি। তাই নতুন বছরকে গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে দেশ, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি আবিষ্কার করতে পারি, যার ফলে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারের উন্নয়ন হয়। পরিবর্তন হয় আমাদের চিন্তা চেতনার, মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণার। নতুন বছরের যে সকল অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে যেমন সামাজিক, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এগুলো শুধু পালন নয় বরং আমাদের জীবনে নতুনের ছোঁয়ায় প্রাণে আনে দোলা, কাজে-কর্মে আগ্রহ সৃষ্টি করে। জীবনকে করে অর্থবহ। বৃদ্ধি করে পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ, গ্রহণীয়তা, ভালোবাসা ও পারস্পরিক বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয়।

বাঙালি জাতি সর্বদাই উৎসবে পাগল। নতুন বছরের উৎসবগুলো আমাদের নতুন জীবন দান করে। নতুন জীবনের প্রত্যয়ে ঘরে ঘরে সৃষ্টি হয় আনন্দ আর উল্লাস। যিশু যেমন মৃত্যুকে জয় করে নতুন জীবন এনেছেন, তেমনি পুরাতন বছরের সকল পাপ, প্রলোভন ত্যাগ করে নতুন বছরকে গ্রহণ করে আমরাও মুক্তি লাভ করে থাকি ও প্রাণের আনন্দ ও সুখ-শান্তি ভোগ করে থাকি। আমরা পূরণ করি জীবনের প্রত্যাশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা। বাঙালিরা একটি বছর অপেক্ষায় থাকে কবে কখন নতুন বছর আসবে, কবে আমরা আমাদের প্রিয় ও প্রাণের উৎসবগুলো পালনে মেতে উঠতে পারব। আমরা বাঙালিরা নিজেরদের ঐতিহ্যময় পোশাক পরে ঘুরে বেড়াই, প্রাণ খুলে আনন্দ করি নতুন প্রত্যাশায়। আমাদের অন্তরে ও মনে অনেক পরিবর্তন। এই প্রত্যাশা পূরণের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের প্রতি যেমন আমাদের ভালোবাসা, সম্মানবোধ বৃদ্ধি পায়, তেমনি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস, আস্থা বৃদ্ধি পায়। পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা এবং সেবা প্রদানের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। এভাবে আমরা নতুন বছরকে নতুন আশা নিয়ে বরণ করি। আমাদের চাওয়া-পাওয়ার বহিঃপ্রকাশ অনেক সময় ঘটে পুরাতনকে বাদ দেওয়া ও নতুনকে বরণ করার মধ্য দিয়ে। "যে কথা

যায় না বলা", সে কথা আমরা প্রকাশ করি, বরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ও নতুনকে গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

পহেলা বৈশাখ হলো বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান উৎসব, যা আমাদের আত্মার সাথে মিশে আছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকলে মিলে এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। নতুন বছর আমাদের জীবনে বয়ে আনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি। নতুন সূর্য আমাদের জীবনে নিয়ে আসুক নতুন স্বপ্ন ও নতুন আশা, কষ্টের ঘটুক অবসান ও শুরু হোক সুখের এক নতুন অধ্যায়। নতুন বছরের প্রতিটি দিন হোক মধুময়, প্রতিটি রাত হোক প্রশান্ত। পুরানো সব দুঃখ ভুলে গিয়ে নতুন বছরে এগিয়ে চলি আরও সাফল্যের দিকে। নতুন বছরে প্রত্যেক বাঙালির জীবনে আসুক ভালোবাসা, বন্ধুত্ব আর সাফল্যের পূর্ণতা ও জীবনকে করে তুলুক আনন্দময় ও সাফল্যমন্ডিত। দেশে বিরাজ করুক শান্তির সুবাতাস।

পরিশেষে বলা যায় যে, "আশা একটি জীবন্ত স্বপ্ন" (এরিস্টটল)। পহেলা বৈশাখ হলো বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড, যা ছাড়া বাংলাদেশকে বা বাঙালি জাতিকে কল্পনা করা যায় না। বাঙালি জাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে পহেলা বৈশাখ-সহ জাতীয় উৎসবগুলো যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুসারে পালন করতে হবে। সকল বাঙালি যেন নিরাপদে ও সকলে মিলে আন্তরিকতার সাথে পালনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে, স্বাধীন চিত্তে নিজস্ব, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পালনের মধ্য দিয়ে খাঁটি বাঙালি হয়ে ওঠার বাসনা নিয়ে নতুন প্রজন্মের সামনে উদাহরণ রাখতে পারলেই আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে ধরে রাখতে পারব। আমাদের সকলের প্রার্থনা হউক যেন সকল গ্লানি-মলিনতা, অন্যায়-অবিচার, দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা-নিরাশা, পাপ-পঙ্কিলতা ভুলে গিয়ে বাঙালির আত্মমর্যাদা নিয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারি, তারই শক্তি কামনা করা। বলতে পারি যে, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ বা নতুন বছর হল আমাদের উন্নত জীবনের জন্য, অনুপ্রেরণা, নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন। নতুন বছরের প্রতিটি দিন হোক একটি নতুন সম্ভাবনার দরজা। থমাস ফুলার তাই বলেছেন যে, "আশা হলো মানুষের কাজ করার পেছনে সবচেয়ে বড় একটি চালিকাশক্তি"। সবার প্রতি রইল শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ-এর অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

'শিক্ষা মনোবিদ্যা' লেখক, সুশীল রায়, সোমা বুক এজেন্সী. ৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৭০০৯

খ্রিস্টমণ্ডলীর পিতৃগণের সঙ্গে "ঐশবাণী ধ্যান" সাধু বেনেডিক্ট মঠ, ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট, পবিত্র বাইবেল।

(১০ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

একটি উৎসে ও উৎসবে পরিণত হয়েছে। ঝাল মুড়ির মতো পান্তাও প্যাকেটে পাওয়া গেলে যাইতেও পারে; অবাক হবেনা যেন! হাতের স্পর্শ ছাড়া সম্পূর্ণ অটোমেটিক মেশিনে প্রস্তুত ও প্যাকেটজাতকৃত!

তবুও পহেলা বৈশাখ আসে, আসবে, পালিত হয়, হবে; কারণ মানুষগুলোরও বিনোদনের প্রয়োজন আছে। বাংলায় অন্যান্য মাসের নাম জানি আর না জানি, দিন তারিখ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান যদি নাও থাকে, তবুও জানি আজ পহেলা বৈশাখ। বাসন্তী রং এর পোশাক এবং গালে ও কপালে 'শুভ বাংলা নববর্ষ' লিখে বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে যেতেই হবে; কারণ আমরা যে বাঙালি, বাংলাদেশী, বাংলাদেশী বাঙালি।

আজো হায়
বারে বারে খুলে যায়
দক্ষিণের রুদ্ধ বাতায়ন,
গুমরী' গুমরী' কাঁদে উচাটন বসন্ত-পবন
মনে মনে বনে বনে পল্লব-মর্মরে,
কবরীর অশ্রুজল বেণী-খসা ফুল-দল
পড়ে ঝ'রে ঝ'রে।
-কাজী নজরুল ইসলাম।

কৃতজ্ঞতা:

❖ কবিতা "১৪০০ সাল" -কবি কাজী নজরুল ইসলাম; কাব্যগ্রন্থ– "চক্রবাক"।

World concern

Job Opportunity

World Concern is a Christian global relief and development agency that extends opportunity and hope to people facing the most profound human challenges of extreme poverty. We serve nearly 5 million people in 9 countries, focusing on food security, child protection, education, maternal and child health, microfinance, vocational training, clean water and sanitation and disaster response. World Concern in Bangladesh is searching for an energetic, smart & potential candidate for the position of **Program Development and MEAL Manager**. If your qualifications and experience match the mentioned position and you feel confident, then you may apply for the position. Please refer to the link below for detailed information about the job description and other required qualifications for the position.

https://qrcc.me/tddixjfco3gl

Application Deadline: 25 April, 2026

বিজ্ঞ/৮১/২৬

এসো হে নবীন বছর

বিশেষ প্রতিবেদন

পহেলা বৈশাখ বাঙালির জাতীয় উৎসব। এটি বঙ্গাব্দের প্রথম দিন এবং বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনমেলায় এই দিনটি হয়ে ওঠে সম্প্রীতি চেতনার প্রতীক। নতুন বছরের আগমনে জীর্ণতাকে ধুয়ে মুছে নতুন উদ্দীপনায় জেগে ওঠার নামই পহেলা বৈশাখ। "এসো হে বৈশাখ, এসো এসো"– কবিগুরুর এই আহ্বানের মধ্য দিয়েই সূচিত হয় বাঙালির নববর্ষ। পহেলা বৈশাখ কেবল পঞ্জিকার একটি পাতা পরিবর্তন নয়, বরং এটি বাঙালির আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার দিন। পান্তা-ইলিশ, মঙ্গল শোভাযাত্রা আর মেলায় মেলায় মুখরিত এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা ঐতিহ্যে অনন্য এবং সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এক জাতি। মুঘল সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে যে ফসলি সনের প্রবর্তন হয়েছিল, তা-ই আজ আমাদের পহেলা বৈশাখ। সময়ের বিবর্তনে এটি আজ বাঙালির সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। গ্রাম বাংলার হালখাতা থেকে শুরু করে নগরের মঙ্গল শোভাযাত্রা– পহেলা বৈশাখ সবখানেই তার নিজস্ব মহিমায় ভাস্বর। এটি আমাদের শিকড়ের টানে ফিরে যাওয়ার দিন। আর তাই এই পহেলা বৈশাখ নিয়ে থাকছে আমাদের মনের কিছু কথা:

মালা রিবেরু: পহেলা বৈশাখ-বাংলা নববর্ষ-শুধু একটি দিন নয়, এটি বাঙালির হৃদয়ের এক আবেগময় উৎসব। সময়ের সাথে সাথে এর উদযাপন বদলেছে, কিন্তু অনুভূতির গভীরতা এখনও অটুট। শৈশবের পহেলা বৈশাখ ছিল এক নির্মল আনন্দের উৎস। ভোরে ঘুম থেকে উঠে নতুন পোশাক পরার উত্তেজনা, মায়ের হাতে বানানো পান্তা-ইলিশ কিংবা পিঠা খাওয়ার আনন্দ–সবকিছুতেই ছিল এক সরল সুখ। গ্রামে ছোট ছোট মেলা বসত, যেখানে বাঁশি, বেলুন, মাটির খেলনা আর নাগরদোলার টান ছিল অপরিসীম। এখন পহেলা বৈশাখ অনেক বেশি আয়োজনমুখর ও শহুরে রূপ পেয়েছে। বিশেষ করে মঙ্গল শোভাযাত্রা এখন আন্তর্জাতিকভাবে (UNESCO) স্বীকৃত এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বড় বড় মুখোশ, প্রতীকী ভাস্কর্য, এবং নানা সামাজিক বার্তা নিয়ে এই শোভাযাত্রা আজ বিশ্বজুড়ে বাঙালির পরিচয় বহন করে। শহরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কনসার্ট, চারুকলার বর্ণিল আয়োজন–সব মিলিয়ে উৎসব এখন অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ। তবে এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভিড়, নিরাপত্তা, এবং কখনো কখনো বাণিজ্যিকতার ছোঁয়া। শৈশবের পহেলা বৈশাখ ছিল সরল আনন্দে ভরা–কম আয়োজন, বেশি অনুভূতি। আর একালের পহেলা বৈশাখে আছে বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা, কিন্তু কোথাও যেন সেই নির্ভেজাল শিশুসুলভ উচ্ছ্বাস কিছুটা কমে গেছে। তবুও, একটি বিষয় অপরিবর্তিত- এই দিনটি আমাদের শেকড়ের সাথে, আমাদের সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে যুক্ত করে। পুরোনো স্মৃতি আর নতুন অভিজ্ঞতা মিলিয়ে পহেলা বৈশাখ আজও আমাদের জীবনের এক অমূল্য অংশ।

উর্মি কার্মেল কোড়াইয়া: প্রথমেই সবাইকে জানাই বাংলা বছরের শুভ নববর্ষ। বাংলা নববর্ষ হলো বঙ্গাব্দের প্রথম দিন। এই নতুন বছরের প্রথমেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই বিগত বছরে আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখার জন্য এবং নতুন এই বছরটি উপহার দেওয়ার জন্য। সেই সাথে বাংলাদেশ সরকারকেও ধন্যবাদ জানাই এই বছর বাংলা নববর্ষকে আনন্দমুখরভাবে পালন করার জন্য সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। পূর্বের তুলনায় বর্তমান প্রজন্ম এইদিনটিকে অনেক আনন্দমুখর করে তুলেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রিয়জনদের সাথে এই দিনটিতে অনেক আনন্দ করেছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আগামী দিনগুলোও যেন সবাই হিংসা, বিদ্বেষ, রেষারেষি, তুলনা, ভেদাভেদ ভুলে এবং ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই মনোভাব নিয়ে এই ঐতিহ্যকে ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ (বনানী উচ্চ সেমিনারী): "নতুন বছর মানেই নতুন শুরু, নতুন স্বপ্ন আর নতুন আশার আলো/পুরনো সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে আজকে শুধু আনন্দে ভরে থাকুক মন।" পহেলা বৈশাখ মানেই এক অন্যরকম অনুভূতি-মনটা যেন নতুন করে ভরে ওঠে আনন্দ, আশা আর উচ্ছ্বাসে। এই দিনটা শুধু নতুন বছর শুরু নয়, বরং পুরনো দুঃখ-কষ্ট ভুলে নতুন স্বপ্ন বুনার একটা সুযোগ। বনানী পবিত্র আত্মার পরিবারের সকলেই গভীর তাৎপর্য ও আনন্দের সঙ্গে ১৪৩২ বঙ্গাব্দকে কৃতজ্ঞার সহিত বিদায় জানিয়ে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দকে জাঁকজমকভাবে হৃদয়ে বরণ করে নিয়েছি। সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগ দিয়ে নতুন বছরের যাত্রা শুরু করেছি। প্রভাতের মিষ্টি হাওয়া, লাল-সাদা পোশাক, চারদিকে গান- "এসো হে বৈশাখ বাজতে থাকে, আর মনে হয় সব ক্লান্তি ধুয়ে যাচ্ছে।" বিকেলে রমনায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেলা পরিদর্শন, পান্তা-ইলিশ, আলপনা, মুখে হাসি-সব মিলিয়ে একদম বাঙালিয়ানা ভরপুর একটা দিন অতিবাহিত করেছি। বনানী পবিত্র আত্মার পরিবার আর বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো, শুভেচ্ছা বিনিময়-এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোই দিনটাকে বিশেষ করে তোলেছিল। অনুভূতিটা এমন- "নতুন সূর্যের আলোয় ভরে উঠুক জীবন/সব কষ্ট পেছনে ফেলে এগিয়ে যাক আগামী দিন।" সকলের জন্য রইলো নতুন বছরের অনেক শুভকামনা- সুখ, শান্তি আর সফলতায় ভরে উঠুক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ।

প্রত্যাশা রোজারিও: সবাইকে জানাই বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। বলতে গেলে, বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আমাদের বাঙালির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। পুরোনোকে ভুলে নতুনকে বরণ করে নেয়ার দিন। যদিও এখন সবকিছুতে আধুনিকতার ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায় তবুও বলবো যে বাংলা নববর্ষ সেই পুরোনো ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি তার নিজস্ব ধারাবাহিকতা নিয়ে চলছে। শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রামেও অনেক কিছুর আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে গ্রামে বৈশাখী মেলায় মানুষের ঢল চোখে পড়ার মত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমার একটাই চাওয়া, তারা যেন এই সংস্কৃতিকে বুকে আগলে নিয়ে সামনের দিকে পথ চলে।

পরিশেষে বলা যায়, পহেলা বৈশাখ কেবল একটি উৎসব নয়, এটি বাঙালির অস্তিত্ব ও সংগ্রামের প্রতীক। সকল জরাজীর্ণতা, ব্যর্থতা আর মলিনতাকে পেছনে ফেলে নতুন এক সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয় এই দিনটি। বিশ্বায়নের এই যুগে নিজেদের শেকড়কে আঁকড়ে ধরে রাখার এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারই হোক এবারের নববর্ষের মূলমন্ত্র। পহেলা বৈশাখের মিলনমেলা আমাদের জাতিগত ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করুক এবং সাড়া বছর আমাদের জীবনে নিয়ে আসুক অনাবিল আনন্দ ও সমৃদ্ধি।

(পুনরুত্থান সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

অবুঝ মন

মিল্টন রোজারিও

নিলয় অর্চিতার কথা শুনে অবাক হয়! ভাবে, অর্চিতার কি এমন হয়েছে যে আজকে সে ক্লাস করতেও চাচ্ছে না। নিশ্চয়ই বড় কোন সমস্যা হয়েছে। নিলয় বলে,

- কি হয়েছে তোমার? বাড়িতে কোন ঝামেলা হয়েছে?

অর্চিতা বলে,

- হ্যাঁ। আমার মনটা আজকে খুব খারাপ। তাই ক্লাসে যেতে মন চাইছে না।

- ঠিক আছে চলো আমরা আজকে ক্লাস না করে কোথাও গিয়ে ঘুরে আসি।

এসো বাসে উঠি।

এমন সময় মৈনটের একটি বাস তাদের পাশে দিয়ে চলে যাচ্ছিলো। নিলয় হাত ইশারা করে বাসটি থামায়। অর্চিতাকে বলে,

- এসো বাসে উঠি।

বাসে উঠে ওরা পিছনের দিকে সিট নিয়ে বসে। নিলয় অর্চিতাকে বলে,

- কোথায় যাবো জানতে চাইলে না?

- না। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাবো তোমার সাথে।

নিলয় অর্চিতা মিনি কক্সবাজার খ্যাত মৈনট এসে নামে। পদ্মা নদীর পারে দূরে একটি শীলকড়াই গাছতলায় একটু নিরিবিলি দেখে বসে। নিলয় আসার সময় দোকান থেকে কিছু খাবার আর পানি সঙ্গে নিয়ে আসে। অর্চিতাকে জিজ্ঞেস করে,

- কি হয়েছে অর্চি?

অর্চিতা নিলয়ের বুকে মাথা রেখে প্রাণ খুলে কাঁদতে থাকে।

নিলয় অর্চিতাকে কাঁদতে দেয়। কিছু বলে না। শুধু অর্চিতার মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে থাকে। এক পর্যায়ে কান্না থামিয়ে অর্চিতা বলে,

- আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না নিলয়দা।

নিলয় ব্যাপারটি কিছু আঁচ করতে পারে। কারণ, অর্চিতা বলেছিল ইস্টারে তার বাবা বাড়িতে আসবে। নিশ্চয়ই অর্চিতার বাবা অর্চিতাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছে। তবুও নিলয় অর্চিতার মুখ থেকে কথাটি শুনতে চায়। বলে,

- কি হয়েছে আমাকে সব খুলে বলো অর্চি। তবে তো আমি একটা সমাধান দিতে পারবো। এমন করে কাঁদলে আমি কি করে সমস্যার সমাধান করবো বলো?

অর্চিতা তখন গতকালকের ঘটনা সব নিলয়কে খুলে বলে। নিলয় সব শুনে অর্চিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। দুজনে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। কেউ কোন কথা বলে না। নিলয় এই পরিস্থিতিতে কি বলবে ভেবে পায় না। অর্চিতাকে সে ভালোবাসে। খুব বেশি ভালোবেসে ফেলেছে এই ক'মাসে। এই মুহূর্তে কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারছে না। ভালোবাসার শিকড় এখন এতো গভীরে চলে গেছে। ভীষণ চিন্তায় পরে যায় নিলয়। এদিকে তার লেখাপড়া এখন পর্যন্ত কিছুই হয়নি। মাস্টার্স পড়তে হবে। সে বড় হয়ে একজন ইকোনমিস্ট হতে চায়। সে বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। বিরাট একটি ফাঁপড়ে পরে সে। মাথায় কিছু আসছে না। অর্চিতাকে এখন সে কি বলবে ভেবে পায় না। অর্চিতা বলে,

- আমি একটু পানি খাবো।

নিলয় অর্চিতাকে বসিয়ে একটি বোতল খুলে পানি দেয়। অর্চিতার চোখে তখনও পানি গড়িয়ে পড়ছে। নিলয় অর্চিতার পাশে বসে মাথাটি বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি মুছে দেয়। দু'হাতের তালুতে অর্চিতার মুখটি তুলে ধরে বলে,

- কি হয়েছে? চোখের পানিতে তো আমাকে ভাসিয়ে দেবে দেখছি। কেঁদো না। আমি আছি তো তোমার পাশে। আমার কাছ থেকে কেউ তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তুমি শুধু আমার। আমারই থাকবে। এবার একটু হাসো।

অর্চিতা নিলয়ের আশ্বাস পেয়ে একটু মৃদু হাসি দেয়। বলে,

- সত্যি বলছো তো?

- কি আমাকে বিশ্বাস হয় না?

অর্চিতা নিলয়কে জড়িয়ে ধরে। নিলয় অর্চিতাকে জড়িয়ে ধরে। বলে,

- I love you অর্চিতা। চিরদিনই তুমি যে আমার।

অর্চিতা চলো এবার বাড়িতে যাই।

- আমার যে বাড়িতে যেতে মন চাইছে না।

- অবুঝের মত কথা বলো না। আমি যাবো তোমার বাবা মার কাছে। তারা নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলবে না তোমাকে ভালোবাসি বলে।

- আমার পিসিমণিকে তোমার কথা বলবো আমি। পিসি আমাকে খুব ভালোবাসে। আমার হয়ে পিসিমণি নিশ্চয়ই বাবা মায়ের সাথে কথা বলবে।

- তাহলে তো পিসিকে বাড়িতে যাওয়ার আগেই ধরতে হবে। চলো তাড়াতাড়ি।

- হ্যাঁ। পিসি এখনও সমিতির অফিসে আছে।

মৈনট থেকে নিলয় একটি ভালো দেখে ইজিবাইক নেয়। ইজিবাইক চালককে বলে,

- ভাই খুব সাবধানে একটু জলদি চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের খুব জরুরী দরকার।

- ঠিক আছে। আপনারা ভালো মত বসেন। দেইখেন আমি কি ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাই। এইটা আমার ইজিবাইক, ময়ূরপঙ্খীর নাহাল উইড়া যাইবো।

সমিতির কাছে এসে নিলয়রা দেখে সমিতির অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। গেটে বসা গার্ডকে একটু কাতর স্বরে জিজ্ঞেস করে অর্চিতা,

- আমার তুলিপিসি কতক্ষণ আগে বের হয়ে গেছে?

গার্ড বলে,

- সমিতির কয়েকজনকে দেখলাম গির্জার দিকে যেতে। তুলিদিদিও তাদের সাথে ছিলো।

নিলয় বলে,

- চলো আমরা গির্জায় যাই। যিশুর সামনে গিয়ে পিসিকে সব বলবো। যিশুই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন। দেখো অর্চিতা, আমাদের কোন ভয় নেই। তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

- না। আজকে বুধবার ক্যারেজমেটিক প্রার্থনা আছে গির্জায়। এই প্রার্থনায় মা আসে মাঝে মাঝে।

নিলয় বলে,

- তাহলে তো আরো ভালো হবে। চলো কোন ভয় করবে না। আমি আছি তোমার সাথে। তুমি আমার হাত ধরে থাকবে।

গির্জা গিয়ে দেখে তুলিপিসি প্রার্থনা করছে। অর্চিতা গির্জার ভিতরে তার মাকে খুঁজতে থাকে, কিন্তু কোথাও মাকে খুঁজে পায় না। পিসি নিলয়ের সাথে অর্চিতাকে দেখে এগিয়ে আসে। গির্জা থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করে,

- কি রে, তুই এখানে এখন? কি ব্যাপার?

- তোমার সাথে খুব জরুরী কথা আছে পিসি। চলো গির্জার পিছনের বারান্দায় যাই।

- কেন? কি এমন জরুরী কথা? এখানে বল না?

- এখানে বলা যাবে না।

অর্চিতা তুলি পিসির হাত ধরে এক প্রকার টেনে গির্জার পিছনের বারান্দায় নিয়ে যায়। নিলয়ও সাথে সাথে যায়। অর্চিতা তুলি পিসিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। বলে,

- পিসি আমি এখন বিয়ে করতে পারবো না। আর বিয়ে যদি করতে হয় তবে আমি নিলয়কে বিয়ে করবো।

তুলি নিলয়ের দিকে তাকায়। সমিতির অফিসে কলিগদের মুখে সে নিলয়ের কথা অনেক শুনেছে। নিলয় একটি চমৎকার ছেলে বলেও জেনেছে। নিলয় দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি উঁচু লম্বা। অর্চিতার সাথে বেশ মানাবে তাকে। আজকে সে নিলয়কে সামনাসামনি দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। মনে মনে বলে, অর্চিতার পছন্দ আছে বটে। ছেলেটি দেখতে যেমন, চারিত্রিক দিক দিয়েও শুনেছি ভালো। বর্তমানে এমন ছেলে পাওয়া দুষ্কর। তুলি পিসি অর্চিতা আর নিলয়কে একটু বাজিয়ে দেখতে চায়। বলে,

- আরে হয়েছে, হয়েছে। শোন, এই ছেলেকে তুই কেমন করে চিনিস? কতদিন হয় চিনিস? আজকালকার ছেলেরা ঠিক মত লেখাপড়া করে না। নেশা করে, মদ খায়। কোন খেলাধুলা করে না, খালি মোবাইল নিয়ে পরে থাকে। আর কেউ কেউ অনেক বেয়াদব আচরণ করে বড়দের সাথে।

তুলি পিসির এতগুলি প্রশ্নের উত্তরে অর্চিতা বলে,

- আমরা এক সাথে দোহার নবাবগঞ্জ কলেজে পড়ি। সেখানেই আমাদের পরিচয় হয়। ওর বাড়ি নয়নশ্রী। আমি ওকে ভালোবাসি।

- হ্যাঁ। সেটা আমি তোমাদের দেখেই বুঝতে পেরেছি। তবে ছেলেটার সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নেয়া দরকার। শত হলেও তুই আমার আদরের। খুবই আদরের অর্চি।

এই কথা বলে তুলি পিসি অর্চিতার কপালে দুই গালে চুমু খায়। হেসে হেসে বলে,

- আমি তোদের আশীর্বাদ করি। তোরা সুখী হবি। আমি তোদের ভালোবাসার একটা টেস্ট নিলাম। তোরা পাস করেছিস। এবার চল বাড়িতে যাই। তোর মা বাবাকে আমি বুঝিয়ে বলে রাজি করবো। ঠিক আছে?

নিলয় পিসির কথা শুনে সাথে সাথে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যায়। তুলি পিসি তখন লাফিয়ে ওঠে। বলে,

- ছিঃ ছিঃ আমার পা ধরে প্রণাম করতে হবে না। আমি এতো বড় মুরুব্বি হইনি এখনও।

ওদিকে বাড়িতে অর্চিতার মা-বাবা অর্চিতার জন্য চিন্তিত হয়ে ওঠে। মা বলে,

- মেয়েটি আমার রাগ করে, না খেয়ে কলেজে গেছে, এখন পর্যন্ত বাড়িতে ফিরলো না। কোথায় গেলো? কি করছে? কে জানে?

অর্চিতার বাবা বেশ বিরক্ত হয়ে বলে,

- এতো বোকা মেয়ে কেন? ওরা তোকে দেখতে এসেছিল। এখনই বিয়ে করে নিয়ে যেতে তো আর আসেনি। এখন আমি তোকে কোথায় খুঁজবো? অর্চির মাকে জিজ্ঞেস করে,

- ওর সাথে হাসনাবাদের কে কে যেন পড়ে? আমাকে ওদের নাম ঠিকানা দাও। আমি যাই গিয়ে দেখি ওরা অর্চিতার সম্বন্ধে কিছু জানে কি না।

বেলা তখনও পুরোটা ডুবে যায়নি। গোধূলি বেলায় তুলি অর্চিতা আর নিলয়কে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। অর্চিতার মা ওদের দেখে দৌড়ে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে। বলে,

- কোথায় ছিলি তুই এতক্ষণ? আমি তোর বাবা তোর চিন্তায় পাগল প্রায়। কোথায় গিয়েছিলি মা? তুলি তুমি ওকে কোথায় পেলে?

- বউদি তোমরা এখন আর এতো ব্যস্ত হইও না। ও কোথাও যায়নি। আমার কাছেই ছিলো।

অর্চিতার বাবা একটু উঁচু কণ্ঠেই বলে,

- তোর কাছে ছিলো মানে? তুই ও তো এতক্ষণ আমাদের একটা ফোন করে জানাতে পারতিস। বাড়িতে আমরা ওর চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি।

তুলি বলে,

- অর্চিতা তুই ঘরে যা। নিলয় তুমি এসো, ঘরে এসো।

অর্চিতার বাবা বলে,

- কে ছেলেটি? তোমার নাম কি?

নিলয় হাত কচলাতে কচলাতে মাথা নিচু করে বলে,

- আমার নাম নিলয় জর্জ রোজারিও।

- তোমার বাবার নাম?

- বাবার নাম এলবার্ট রোজারিও।

- ওহো তুমি এলবার্টের ছেলে! তোমার বাবা বিজি প্রেসে কাজ করে তাই না?

- হ্যাঁ। আপনি আমার বাবাকে চিনেন?

- খুব ভালো চিনি। তোমার কাকা টমাস এখন কানাডা আছে। টমাস আমরা একই সাথে সৌদি ক্যাটারিংয়ে কাজ করেছি।

এমন সময় অর্চিতা একটা ট্রেতে করে কিছু মিষ্টি আর আপেল কেটে দুই কাপ কফি এনে দেয়। বলে,

- বাবা তোমরা খাও।

তুলি অর্চিতার মাও আসে ড্রয়িংরুমে। এতক্ষণ ঘরে বসে তুলি অর্চিতার মাকে আজকের ঘটনা সব খুলে বলেছে। অর্চিতার মা নিলয়কে দেখে খুব খুশি হয়। তার পাশে এসে বসে। অর্চিতা বাবার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্চিতার বাবা একবার ছোট বোন তুলির দিকে একবার অর্চিতার মায়ের দিকে তাকায়। ঘটনা কি হতে যাচ্ছে সে কিছুই বুঝতে পারে না। তুলি বলে,

- দাদা অর্চিতাকে এখন বিয়ে দেয়া হবে না। আগামী জানুয়ারিতে বেশ ধুমধাম করে আমাদের অর্চিতাকে আমরা বিয়ে দেবো। তুমি অর্চিতার ব্যাপারে কোন চিন্তা করবে না। ওর বিয়ের দায়িত্ব আমি নিলাম।

ছোট বোনের কথা শুনে অর্চিতার বাবা খুশি হয়। বলে,

- এই কথাটা তোমরা আমাকে আগে বলবে না? মেয়েটা আমার গতকাল থেকে এখন পর্যন্ত মনে হয় কিছু মুখে দেয়নি। অর্চি কোথায়? ওকে ডাকো।

পিছন থেকে অর্চিতা বলে ওঠে,

- বাবা আমি এখানে।

- আয় মা আমার কাছে আয়। জানিস, ঐ ছেলেটা আমারও পছন্দ হয়নি। দেখে মনে হয়েছে নেশাটেশা করে এসেছে। বন্ধুর ছেলে, তাই বলেছিলাম। ঐ ছেলে আমার অর্চির পছন্দ হবে কি করে? আমার অর্চিতার জন্য এমন একটি ছেলে চাই, যে আমার মাকে সব সময় হাসি খুশি রাখতে পারবে। কি যেন নাম বললে তোমার?

পিছন থেকে অর্চিতা বলে ওঠে,

- বাবা ওর নাম নিলয়। তুলি পিসি আর অর্চিতার মা হেসে দেয়। নিলয় অর্চিতার বাবা মাকে প্রণাম করে।

অর্চিতার বাবা বলে,

- ইস্টারের দিন বাবা মাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসতে হবে। ঠিক আছে। নিলয় মাথা নিচু করে আস্তে করে বলে,

- আসবো আংকেল।

অর্চিতার মা নিলয়কে একটি মিষ্টি খাইয়ে দেয়। অর্চিতা খুশিতে আনন্দে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। দৌড়ে নিজের ঘরে চলে যায়। নিলয় বলে,

- আমি এবার আসি আংকেল।

যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় সে। অপেক্ষা করে অর্চিতা ঘর থেকে কখন আসবে। অগত্যা তুলি পিসি অর্চিতাকে ডাকে,

- অর্চিতা নিলয় চলে যাচ্ছে।

- দাঁড়াও পিসি আমি আসছি।

অর্চিতা নিলয়ের সাথে তাদের গেট পর্যন্ত যায়। বলে,

- এখনই যাবে?

নিলয় বলে,

- হ্যাঁ। আমার কাজ শেষ। তোমাকে তোমার বাবা মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন আমার বাড়িতে আমার মা নিশ্চয়ই চিন্তায় আছে! এখন তাকে গিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিতে হবে। কাজেই বাই-বাই।

- বাই-বাই। কালকে সময় মত স্ট্যান্ডে দেখা হবে।

নিলয় বলে,

- অবশ্যই অর্চি।

এই কথা বলে নিলয় চলে যায়। অর্চিতা তখনও গেটে দাঁড়িয়ে থাকে। যতক্ষণ নিলয়কে দেখা যায়। পিছনে ঘুরে হাত নেড়ে আবারও বাই-বাই বলে নিলয় অর্চিতার নজরের বাহিরে চলে যায়। ❑

বাংলাদেশে বর্তমানে হামের প্রকোপ - প্রতিরোধে করণীয়

হাম মূলত 'মিজেলস' নামের এক অতিসংক্রামক ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত রোগ। উচ্চমাত্রার জ্বর, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া, রক্তবর্ণের চোখ এবং জ্বরের চার দিনের মাথায় মুখ থেকে শুরু করে সারা শরীরে লালচে র‍্যাশ নিয়ে হাম আবির্ভূত হয়। মিজেলস ভাইরাসটি শ্বাসনালি দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে শিশুর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সাময়িকভাবে নষ্ট করে দেয়। এর ফলে হামে আক্রান্ত হলে শিশু এর বাইরেও নানা রকম ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য জীবাণু দ্বারা সহজে সংক্রমিত হয়। হামের জটিলতা হিসেবে পরবর্তী সময়ে প্রায়ই নিউমোনিয়া, মারাত্মক ডায়রিয়া হতে পারে। এ ছাড়া আক্রান্ত শিশুর শরীরে ভিটামিন এ-এর মজুত মারাত্মকভাবে কমে যায়। এর ফলে শিশুর চোখের পানি কমে যায় বা চোখ শুষ্ক হয়ে যায়, এ থেকে রাতকানা থেকে শুরু করে অন্ধত্ব পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। হামে আক্রান্ত অনেক শিশুর কানপাকা, মুখে ঘা, মারাত্মক অপুষ্টি, মস্তিষ্কের প্রদাহসহ আরও অনেক রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। হাম খুবই ছোঁয়াচে। হাঁচি, কাশির মাধ্যমে মুহূর্তেই হামের ভাইরাস আক্রান্ত শিশুর কাছ থেকে আশপাশে থাকা অনেক সুস্থ শিশুকে আক্রান্ত করতে পারে। এর ফলে এটি এলাকাজুড়ে ছড়াতে পারে।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ বেশ কিছু জেলায় হুট করেই শিশুদের মধ্যে হামে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে, যদিও স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে, সারাদেশেই শিশুরা এ রোগের আক্রান্ত হচ্ছে। দেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৯ থেকে ১৫ মাস বয়সী শিশুরা এই রোগের টিকা পাওয়ার পরেও কেন এই সময় আবার রোগটির প্রবণতা বাড়ছে, সেই আলোচনা জোরদার হচ্ছে। চিকিৎসকরা বলছেন, টিকা দেওয়ার পরেও অনেক শিশু এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, যা উদ্বেগের। কারণ ব্যাপক ছোঁয়াচে ভাইরাসজনিত এই রোগটি আক্রান্ত শিশুর জীবনকেও ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে। তবে এবার আক্রান্ত রোগীদের উপসর্গ বিবেচনা করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং তাতে তারা সুস্থ হচ্ছে বলেও বলছেন তারা।

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা ও শিশু চিকিৎসকদের মতে, মূলত পর্যাপ্ত টিকা না দেওয়া, শিশুদের মায়ের বুক দুধ ঠিকমতো পান না করানো, প্রয়োজনীয় কৃমিনাশক ঔষধ না খাওয়ানো এবং অপুষ্টির কারণেই নতুন করে হামের এই প্রকোপ শুরু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাধারণত ৯ মাস পূর্ণ হলে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় হামের টিকা পায় শিশুরা। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে যারা আক্রান্ত তাদের ৩৩ ভাগ এই বয়সের আগেই আক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ ৯ মাসের কম বয়সীদের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ বাড়ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বুধবার তাদের নিয়মিত বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ১৫ মার্চ থেকে এই পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে হামে মারা গেছে ২১ জন। ওই সময় থেকে হাম সন্দেহে মারা গেছে ১৩৮ জন। এছাড়া, ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত (৯ এপ্রিল) সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১১ হাজার ১৩৩ জন এবং ১৫৯৯ জনের হামে আক্রান্ত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে বলেও তারা জানিয়েছে।

ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইন্সটিটিউটের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের ঠিক পাশেই বিশেষায়িত হাম ওয়ার্ড। গত মাসে হামের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির পর হাসপাতালটিতে এই বিশেষ ওয়ার্ড চালু করা হয়।

হামের লক্ষণসমূহ:

হামের লক্ষণ সাধারণত সংক্রমণের ৭-১৪ দিনের মধ্যে দেখা দেয়। এটি কয়েকটি ধাপে ধাপে প্রকাশ পায়:

১. প্রাথমিক লক্ষণ (Early stage)

- জ্বর (প্রথমে হালকা, পরে বেশি)
- সর্দি ও নাক দিয়ে পানি পড়া
- শুকনো কাশি
- চোখ লাল হওয়া (Conjunctivitis)
- চোখে পানি পড়া ও আলোতে অস্বস্তি

২. মুখের ভেতরের লক্ষণ

- মুখের ভেতরে সাদা দাগ (Koplik spots) – হামের একটি বিশেষ লক্ষণ

৩. ত্বকের ফুসকুড়ি (Rash stage)

- প্রথমে মুখ ও কানের পেছনে ফুসকুড়ি দেখা যায়
- পরে ধীরে ধীরে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে
- ফুসকুড়ির সাথে জ্বর আরও বাড়তে পারে

৪. গুরুতর লক্ষণ (জটিলতা হলে)

- নিউমোনিয়া (শ্বাসকষ্ট)
- ডায়রিয়া
- কানের ইনফেকশন
- মস্তিষ্কের প্রদাহ (Encephalitis) – খুব গুরুতর

হামের প্রতিরোধ:

১. টিকাদান (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)

MMR vaccine নেওয়া হামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর সুরক্ষা।

প্রথম ডোজ: ৯-১২ মাস বয়সে

দ্বিতীয় ডোজ: ১৫-১৮ মাস বা স্কুলে যাওয়ার আগে

২. হামে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অন্তত ৭-১০ দিন আলাদা রাখা উচিত। এটি অন্যদের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

৩. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা:

নিয়মিত হাত ধোয়া

হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখা

ব্যবহার করা জিনিসপত্র পরিষ্কার রাখা

৪. পুষ্টিকর খাবার ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি

ভিটামিন A সমৃদ্ধ খাবার (গাজর, ডিম, সবুজ শাক)

পর্যাপ্ত পানি ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ

৫. সচেতনতা ও দ্রুত চিকিৎসা

লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া

শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন

হামের প্রতিকারসমূহ

১. টিকাদান (সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধ)

MMR vaccine (হাম, মাম্পস, রুবেলা টিকা) গ্রহণই হামের সবচেয়ে কার্যকর প্রতিকার।

শিশুদের নির্ধারিত সময়ে টিকা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

২. বিশ্রাম ও আলাদা রাখা

আক্রান্ত ব্যক্তিকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিতে হবে।

অন্যদের সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে রোগীকে আলাদা (আইসোলেশন) রাখা উচিত।

৩. পুষ্টিকর খাদ্য ও পর্যাপ্ত পানি

- শরীর দুর্বল হয়ে যায়, তাই সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে।
- প্রচুর পানি, স্যুপ, ফলের রস পান করা জরুরি।

৪. জ্বর ও ব্যথা নিয়ন্ত্রণ

- জ্বর কমাতে Paracetamol ব্যবহার করা যায় (ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী)।
- সতর্কতা: শিশুদের ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

৫. ভিটামিন A গ্রহণ

- ভিটামিন A চোখের সমস্যা ও জটিলতা কমাতে সাহায্য করে।
- প্রয়োজনে ডাক্তার ভিটামিন A সাপ্লিমেন্ট দিতে পারেন।

৬. চোখ ও ত্বকের যত্ন

- চোখ লাল বা জ্বালা করলে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধোয়া যেতে পারে।
- ত্বকে ফুসকুড়ি হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

৭. চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া

- শ্বাসকষ্ট, তীব্র জ্বর, খাওয়া না পারা বা খিঁচুনি হলে দ্রুত ডাক্তার দেখাতে হবে।
- নিউমোনিয়া বা ডায়রিয়ার মতো জটিলতা হলে চিকিৎসা জরুরি।

তথ্যসূত্র:

https://www.prothomalo.com/lifestyle/health/pc893pklf7

https://www.bbc.com/bengali/articles/c8x74kkr2kpo

https://www.bbc.com/bengali/articles/c5ywlzl4dkjo

আলোচিত সংবাদ

বৈশাখী শোভাযাত্রা'য় মানুষের ঢল

ঢোল-বাদ্যের তালে আর রঙিন মোটিফের বর্ণিল আয়োজনে বর্ষবরণের এ শোভাযাত্রায় শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে বাংলা নববর্ষের বহুল প্রতীক্ষিত 'বৈশাখী শোভাযাত্রা' বের হয়। মঙ্গলবার (১৪/৪) সকাল ৯টার পর 'নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান' প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে এই শোভাযাত্রা বের হয়। এর আগে সকাল ৯টা ৩ মিনিটে জাতীয় সংগীত পরিবেশন শুরু হয়। এদিন সকাল ৮টা থেকেই চারুকলা অনুষদের প্রাঙ্গণে মানুষ জড়ো হতে থাকে। শোভাযাত্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ছাড়াও সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে। এতে অংশ নিয়েছিল ২০০ জন শিক্ষার্থী। পাশাপাশি ৩৫ জন বাদ্যযন্ত্রশিল্পীর পরিবেশনাও রয়েছে। বাঁশ, কাঠ ও রঙিন কাগজে তৈরি বিশাল বাঘ, হাতি, ময়ূর এবং মা-শিশুর প্রতিকৃতি শোভাযাত্রায় যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক অনন্য দৃশ্য। এবারের মূল বার্তা 'অশুভ শক্তির বিনাশ এবং কল্যাণময় আগামীর পথে যাত্রা'। শোভাযাত্রায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে পাঁচটি প্রধান মোটিফ-মোরগ, বেহালা বা দোতারা, পায়রা, হাতি ও ঘোড়া। এগুলো যথাক্রমে শক্তি, সৃজনশীলতা, শান্তি, গৌরব ও গতিময়তার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুখোশ পরে প্রবেশ, ব্যাগ বহন, ইংরেজি প্ল্যাকার্ড, বেলুন, ফেস্টুন ও আতশবাজি নিষিদ্ধ করা হয়। ভুভুজেলা বাঁশি বাজানো ও বিক্রিও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। শোভাযাত্রা চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ প্রবেশপথ বন্ধ রাখা হয়।

https://dainikamadershomoy.com/details/019d8a9942ea

এম জি প্রথম দফায় ১১ উপজেলায় ২২ হাজার কৃষক পাচ্ছেন কার্ড

পহেলা বৈশাখ প্রি-পাইলটিং পর্যায়ে কৃষক কার্ড উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রথম ধাপে আট বিভাগের ১০টি জেলার ১১ উপজেলার ১১টি ব্লকে কৃষক কার্ড উদ্বোধন করা হবে। রবিবার (১২/৪) সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। প্রথম দফায় ২২ হাজার ৬৫ জনকে কৃষক কার্ড দেওয়া হয় বলে তিনি জানান। এর মধ্যে কৃষক, মৎস্যচাষী/আহরণকারী, প্রাণী সম্পদ খামারি ও দুগ্ধ খামারিসহ ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় শ্রেণির সব কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

https://bangla.plus/bijoy-unicode-converter/

এসএসসি পরীক্ষার নীতিমালা প্রকাশ

আগামী ২১ এপ্রিল শুরু হবে চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা। সম্প্রতি এ পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৬ প্রকাশ করা হয়েছে। নীতিমালায় পরীক্ষার্থীদের করণীয়, পরীক্ষা পরিচালনার নিয়মাবলী, কেন্দ্রসচিব ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব, শৃঙ্খলাসংক্রান্ত নিয়মাবলি, পরীক্ষায় নকলের শাস্তি ও ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। নীতিমালায় বলা হয়, স্বাক্ষরলিপিতে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিষয় উল্লেখপূর্বক উপস্থিতির স্বাক্ষর নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার্থীর বিষয় নেই এরূপ কোনো বিষয় উল্লেখ করা যাবে না। কোনো পরীক্ষার্থী কোনো বিষয় বা কোনো পত্রে অনুপস্থিত/বহিষ্কৃত হলে স্বাক্ষরলিপিতে উক্ত বিষয়ের/পত্রের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরের ঘরে অনুপস্থিত/বহিষ্কৃত শব্দটি লাল কালিতে লিখে প্রত্যবেক্ষক তার স্বাক্ষরের ঘরে স্বাক্ষর করবেন। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভুলের কারণে পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট প্রত্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সৃজনশীল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশ কোনো অবস্থাতেই ছেঁড়া যাবে না। কক্ষ প্রত্যবেক্ষক হল সুপারের অনুমতি ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না। কক্ষ প্রত্যবেক্ষক পরীক্ষার সময় অসদুপায় অবলম্বন নিরোধ করার জন্য নিয়মাবলী মেনে চলার জন্য প্রতি পরীক্ষার্থীদের নির্দেশ দান করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তা কেন্দ্রসচিব অথবা হল সুপারের কাছে আনবেন। প্রত্যেক কক্ষ প্রত্যবেক্ষক তার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। কর্তব্যরত অবস্থায় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে এরূপ কোনো কাজে তিনি লিপ্ত থাকতে পারবেন না। কক্ষ নিয়োজিত অথবা প্রত্যবেক্ষক কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী পরীক্ষার্থীদের সাথে অপ্রয়োজনীয় অন্য কোনো কথা বলা বা যোগাযোগ করতে পারবেন না। কক্ষ প্রত্যবেক্ষক তার কক্ষের সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র পরীক্ষা শেষে সংগ্রহ করবেন। কক্ষ প্রত্যবেক্ষক লক্ষ্য রাখবেন কোনো পরীক্ষার্থী যেন পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে তার উত্তরপত্র জমা না দিয়ে অথবা ডেস্কের ওপর ফেলে রেখে না যায়। পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র স্বাক্ষরপত্রের সঙ্গে যাচাই করে কক্ষ প্রত্যবেক্ষক ও জ্যেষ্ঠ প্রত্যবেক্ষককে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যেন উপস্থিত সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র সংগৃহীত হয়েছে।

https://www.bd-pratidin.com/national/2026/04/15/1238949

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমেছে

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে শান্তি আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বিকেলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মানদণ্ড হিসেবে পরিচিত 'ব্রেন্ট ক্রুড'-এর দাম প্রায় ১ শতাংশ কমে ব্যারেলপ্রতি ৯৮.৪০ ডলারে নেমে এসেছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তেলের দাম ১.৭ শতাংশ কমে প্রতি ব্যারেল ৯৭.৪৮ ডলারে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, সম্ভাব্য সমঝোতা নিয়ে তেহরান ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এই ইতিবাচক সংকেতের পরপরই বাজারে তেলের দামে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা দেয়। এর আগে উভয় দেশের আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় এবং ইরানের বন্দর অবরোধের নির্দেশের জেরে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নতুন করে আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকার আশা করা হচ্ছে, যা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে। তবে বাজার বিশ্লেষকদের মতে, ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা পুরোপুরি না কাটলে তেলের দাম আবারও যেকোনো সময় বাড়তে পারে। আপাতত সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা কম থাকায় বিশ্ববাজারে এই স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

https://www.amarsangbad.com/international/news/343167

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2025-2026/925 Date: 15 April, 2026

JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for a young, energetic, dynamic and self-motivated experienced candidate for the following position:

Position Title: **"Personal Secretary" to the President of CCCUL.**

Key Skills & Attributes:

- Organization & Multitasking: You must be able to manage a "jam-packed" diary, handle complex travel itineraries, and prioritize multiple urgent tasks without getting overwhelmed.
- Industry Knowledge: Familiarity with the Credit Union Operation and Regulations in Bangladesh
- Discretion & Confidentiality: Handle sensitive business strategies and personal information that must remain strictly confidential.
- Communication: Strong written and verbal communication skills on Bengali & English are mandatory, as the position is primary point of contact for external stakeholders, board members and other members.
- Proactivity: A top-tier PA "anticipates needs," solving problems before they arise and ensuring the Chairman is prepared for every meeting with the necessary research and briefing papers.
- Bilingual Typing Proficiency: Strong command of Bijoy Bangla typing and English typing is mandatory for drafting official letters and reports.
- MS Office Suite: Advanced skills in MS Word, Excel, and PowerPoint for preparing presentations and managing financial data.
- Digital Correspondence: Expertise in managing professional email correspondence and using collaboration tools.
- Note-taking: Ability to take accurate minutes of meetings during Board Meeting or Committee Meetings.
- Calendar Management: Expertly coordinating internal/external meetings and managing "conflicting demands" on the Chairman's time.

Educational Requirements:

- Master's degree in Business Administration (MBA) in Management/Master's degree in Development Studies (MDS)/Master's degree in English/Social Science or any relevant subject.

Experience Requirements:

- At least 3–5 years of professional experience in a similar role (Personal Secretary or PA) supporting to Top Level or Board Chairman.
- The applicants should have experience in the following business area(s): Credit Union/Office Management/Hospital Management/Projects Management/Corporate Office Management etc.

Additional Requirements:

- Age Limit 30-35 Years.
- Ability to work under pressure and beyond office hours.
- Certifications: Professional diplomas in **Secretarial Science** or Office Management are considered a significant advantage.

Gender: Male/Female both can apply.

Compensation & Other Benefits:

- Monthly Consolidated Salary **(Negotiable)**
- Two Festival Bonuses in a year
- Mobile Allowance as per Policy
- Leave as per policy

Employment Category: Contractual/Regular (Full time)

Application Procedures:	Address:
Qualified candidates are requested to send their complete CV along with a forwarding letter, all copies of educational & training certificates, 01 copy of passport size photograph and send to the address mentioned on the right side by **10th May 2026.** --------- **Monju Maria Palma** **Secretary - The CCCU Ltd., Dhaka**	**Admin & Human Resources Development Department** The Christian Co-operative Credit Union Limited, Dhaka Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, 096 7877 1270, 017 0999 3089 http://www.cccul.com/

N.B: The position applied for should be written on top right corner of the envelop.

বিজ্ঞ/৮০/২৬

সততা

শত শত বছর পূর্বে সিন্ধুপ্রদেশে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বাস করতেন। তার ছেলে এক কৃষকের সুন্দরী মেয়েকে ভালবাসতো। পণ্ডিত ব্রাহ্মণের ছেলে তার কতিপয় বন্ধুকে বলল, "আমার বাবা ব্রাহ্মণের গোত্র ছাড়া অন্য কোন গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করার পক্ষে কোনদিন রাজী হবেন না।"

তার এক বন্ধু বলল, "তুমি কৃষকের মেয়েকে নিয়ে তোমার বাবার কাছে যাও এবং বল যে, সে একজন ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

সে তাই করল। একদিন কৃষকের মেয়েকে তার বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "বাবা, ও একজন গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে। আপনি ওকে বিয়ে করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন।"

কিন্তু তৎক্ষণাৎ কৃষকের মেয়েটি বলল, "না, দয়া করে তোমার বাবার কাছে মিথ্যা বলো না। আমি এক সাধারণ গরীব কৃষকের মেয়ে।"

পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হেসে বললেন, "ওহে কন্যা, তোমার বাবার পেশা যাই হোক না কেন, তুমি একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ। সে-ই প্রকৃত ব্রাহ্মণ যে অসত্যকে সহ্য করতে পারে না, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় না।"

তিনি তারপর তাঁর পুত্রের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "যদিও এ যুবক একজন ব্রাহ্মণের পুত্র, তথাপি সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নয়। তোমার মতো একজন সত্যবাদী মেয়েকে আমার পুত্রবধু হিসাবে পেয়ে আমি গর্বিত। অবশ্য যদি তুমি এ অব্রাহ্মণকে বিয়ে করতে রাজী থাক।"

তথ্যসূত্র: *গল্পে গল্পে নীতিকথা (ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি)*

ক্ষমা মানুষকে সুস্থ করে

একদা একটি মেয়ে রক্তশূন্যতা (এনিমিয়া) রোগে ভুগছিল। সে আরোগ্যালয়ে কয়েক মাস যাবৎ চিকিৎসা করে আসছিল, কিন্তু সুস্থ হচ্ছিল না। সুতরাং চিকিৎসক তাকে দূরে কোথাও পাঠানোর মনস্থ করলেন। মেয়েটি সেখানে গিয়ে প্রথমে তার সব কিছু পরীক্ষা করলো। সেখানে ডাক্তার তার রক্তে কোন সমস্যা পান নি, সব কিছুই ছিল স্বাভাবিক ও সুস্থ। তাই ডাক্তার দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করলেন, কিন্তু এবারও তিনি তার রক্তে কোনদোষ খুঁজে পাননি। এবার প্রথম ডাক্তার মেয়েটিকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন,"তুমি প্রথম বার আমার এখানে রক্ত পরীক্ষা করানোর পর তোমার জীবনে কোন কিছু ঘটেছিল কিনা?" সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, একজনের বিরুদ্ধে আমার প্রচণ্ড রাগ. ঘৃণা ও ক্ষোভ ছিল, হঠাৎ আমি তাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিলাম। ঐ মুহূর্তে থেকে আমি আমার অন্তরে সম্পূর্ণ পরিবর্তন অনুভব করছি।"

এখন ডাক্তার মহাশয় তার সুস্থ হওয়ার উত্তর খুঁজে পেলেন। ক্ষমা করার পর তার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং তার রক্তের সুস্থতা ফিরে এসেছে। রাগ করার ফলে আমার নিজের ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে, এতে যার প্রতি রাগ করা হয় তার কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। রাগ করে আমরা নিজেরাই হেরে যাই। তাই লোকে বলে, "রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।"

তথ্যসূত্র: *গল্পে গল্পে নীতিকথা (ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি)*

বৈশাখে

মিল্টন রোজারিও

নদীর ওপারে নাগর দোলার শব্দ
এপারে আমার কানে বাজে,
বৈশাখী মেলা জমেছে আজ
সবার মনে তাই আনন্দ বিরাজে।

বেজেছে শাখ বেজেছে শঙ্খ
গাইছে সকলে বৈশাখীর গান,
বরণ করিতে এসেছে সবাই
ভেদাভেদ ভুলে খুলে প্রাণ।

বাংলার আজকে নববর্ষে
প্রতিটি বাঙালির মন দোলে,
বর্ষ বরণে মিলেছে সবাই,
রমনার ঐ বটমূলে।

গাইছে দোয়েল গাইছে কোকিল
গাইছে বটমূলে ছায়ানট,
দলে দলে সবাই শুনিতে আসিয়াছে
বাঁধেনি কোথাও কোন জট।

বাংলার এই বর্ষ বরণ পালন
সারা দেশে হয় মহা উৎসবে,
দেশ বিদেশ থেকে আসে বাঙালিরা
বটমূলে দলে দলে আজ সবে।

রাখাল বালক বাঁশের বাঁশি
বাজায় হিজল তলে বসে,
ওপাড়ের মেলায় ভিড় করে আছে
যত ছেলেপুলেরা মিষ্টির রসে রসে।

কারো হাতে দেখি হাতি-ঘোড়া
কারো হাতে মাটির পুতুল,
কারো হাতে দেখি তালের পাখা
ছোট্ট বাবুটা গলায় ঝুলিয়েছে
তারই শখের ঢোল।

বর্ষ বরণের চিত্র ফুটে ওঠে
যখন মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়,
এটাই বাঙালির আসল রূপ
কৃষ্টি আর সংস্কৃতির পরিচয়।

৩৩তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক: গত ২৫-২৮ মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে, এপিসকপাল যুব কমিশন খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সহায়তায় আরএনডিএম রিনিউয়াল সেন্টার, মোহাম্মদপুরে চার দিনব্যাপী ৩৩ তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মূলভাব হিসেবে ছিল, "কলম হোক সুসমাচারের বাহক, শব্দ হোক পরিবর্তনের কারিগর"। কর্মশালায় বাংলাদেশের আটটি ধর্মপ্রদেশ এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন গঠনগৃহ ও সেমিনারী থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ৪৬ জন যুবক-যুবতী ও ৩ জন ব্রতধারীসহ মোট ৪৯ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে লেখক কর্মশালার যাত্রা শুরু হয়। ওয়াইএমসিএস'র সাধারণ সম্পাদক মানিক উইলভার ডি'কস্তা "লেখালেখি সুন্দর আর্ট, নান্দনিক শিল্প, দর্শন ও গবেষণার ফসল" এর উপর উপস্থাপনা তুলে ধরেন। "খ্রিস্টীয় সাহিত্য ও খ্রিস্টীয় অনুবাদ সাহিত্য: বাইবেলীয় পুস্তক লেখার ধরণ ও উদ্দেশ্য" এর উপর উপস্থাপনা রাখেন ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। তিনি পবিত্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ও বাইবেল বিষয়ক বঙ্গানুবাদে ও বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নে খ্রিস্টানদের অবদান এই বিষয়ে সহভাগিতা করেন। "খবর, রিপোর্ট, স্পট রিপোর্ট ও ফিচার লেখা, হাতে-কলমে খবর লিখন, ফিচার/রিপোর্ট/সংবাদ উপস্থাপনা ও মূল্যায়ন" এ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন চ্যানেল আই টেলিভিশনের সিনিয়র সাংবাদিক শরীফ হোসেন হৃদয়।

তৃতীয় দিনে বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ পবিত্র খ্রিস্টযাগের উপদেশে বলেন, "পবিত্র আত্মাই বাইবেলের মূল্যবোধের পক্ষে আপসহীনভাবে লিখতে ও লেখক হিসাবে তোমাদের আত্মশুদ্ধির পথে নিয়ে যাবেন, যাতে তোমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও তোমাদের লেখা একে অপরের পরিপূরক হয়।" মূলভাবের উপর সেশন পরিচালনা করতে গিয়ে ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু সিএসসি বলেন, "পবিত্র আত্মা একজন স্বর্গীয় নির্দেশক হিসেবে লেখকের চিন্তাধারাকে সত্য ও সৌন্দর্যের পথে পরিচালিত করেন এবং তিনিই একজন খ্রিস্টান লেখকের কলমকে যন্ত্র থেকে "জীবন্ত সাক্ষ্যে" রূপান্তরিত করতে সহায়তা করবেন।" "বাংলা বানানের রীতি ও শব্দ উচ্চারণের কৌশল" এর উপর আলোচনা করেন নটর ডেম কলেজের প্রভাষক ও আবৃত্তিকার তিতাস ভিনসেন্ট রোজারিও।

অংশগ্রহণকারীরা লেখালেখির বাস্তবজ্ঞান অভিজ্ঞতা করার জন্য খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। সেখানে প্রথমে "এডিটিং, প্রুফ রিডিং, সম্পাদকীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাণী" লেখা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে ধারণা প্রদান করেন সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ও সেন্টারের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু ও তার সহকর্মীবৃন্দ। পরবর্তীতে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম, কর্ম পরিধি, বিভিন্ন সেক্টর যথা: সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, জেরি প্রিন্টিং প্রেস, প্রতিবেশী প্রকাশনী, জ্যোতি কমিউনিকেশন বাণীদীপ্তি ও রেডিও ভেরিতাস এশিয়ার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। উপরিউক্ত অধিবেশন ছাড়াও এই কর্মশালায় ছিল নিয়মিত প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ, দলীয় কাজ ও সহভাগিতা ও বিভিন্ন প্রতিবেদন উপস্থাপনা। এবারের কর্মশালায় ব্যতিক্রম ছিল বিকালে বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরামের আমন্ত্রিত সদস্যদের, সম্মানিত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বিধান রিবেরু, ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু, মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি'র সাথে অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি, চেতনা ও ভাব আদান-প্রদান এবং নতুন লেখকদের লেখা দিয়ে বই ও বিশেষ পত্রিকা প্রকাশের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ। অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের প্রতিত্তোরে বিধান রিবেরু বলেন, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চৌর্যবৃত্তিকে ছাপিয়ে লেখকের নিজস্ব বুদ্ধিদীপ্ততাকে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত করে সার্বজনীনভাবে সত্যগুলোকে উন্মোচিত করাই নতুন লেখক হিসাবে তোমাদের দায়িত্ব।"

মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয় সমাপনী পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন।

পরিশেষে, গ্রুপ ছবি তোলার পর কার্ডিনাল মহোদয় যুবা লেখকদের আশীর্বাদ দিয়ে ৩৩তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২৬ এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কামুদপুর মিশনে মহাদূত সাধু মিখায়েল গির্জায় প্রথম পাস্কাপর্ব পালন

অর্পা কুজুর: গতবছর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ৯ মে কামুদপুর মিশনের সাধু মিখায়লের গির্জার শুভ উদ্বোধন করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল শ্রদ্ধেয় বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। এই মিশনে দশটি গ্রাম (চা বাগানের গ্রাম) ও পুঞ্জি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই গির্জায় এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে প্রথমবার শুভ পুনরুত্থান রবিবার মহাসমারোহে পালন করা হয়। পুনরুত্থানের পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রায় নয়শত এর উপরে খ্রিস্টভক্তগণ অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগটি উৎসর্গ করে পালপুরোহিত ফাদার ফ্রান্সেস্কো রিজ্জো। পালপুরোহিতের সাথে আরও পাঁচজন ফাদার খ্রিস্টযাগে সহায়তা করেন যারা বিভিন্ন মিশন এবং গঠনগৃহ থেকে পালপুরোহিতের আমন্ত্রণে বিভিন্ন পুঞ্জি ও গ্রামে পবিত্র খ্রিস্টযাগ সহায়তার জন্য এসেছিলেন। সকল ফাদারগণ পূণ্য বৃহস্পতিবার থেকে বিভিন্ন গ্রাম ও পুঞ্জিতে খ্রিস্টভক্ত জনগণের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের পর সকল ফাদারগণ ও খ্রিস্টভক্তগণ একে অপরের সাথে কৌশল বিনিময় করেন। এটি সত্যিই একটি মিলন মেলায় পরিণত হয়। সকল খ্রিস্টভক্তদের জন্য দুপুরের আহারের ব্যবস্থা থাকায় দীর্ঘসময় ধরে খ্রিস্টভক্তগণ মিশন ক্যাম্পাসে আনন্দে মেতে ওঠেন।

বরিশাল ধর্মপ্রদেশে PWPN এর সেমিনার

সিস্টার মিতা মরেচ এলএইচসি: গত ১১ এপ্রিল শনিবার, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল ধর্মপ্রদেশের সাধু পিতরের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে "পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনার নেটওয়ার্কের" (PWPN) Pope's World Wide Prayer Network এর সেমিনার করা হয়। বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ৩ জন ফাদার, ১ জন ব্রাদার, ২ জন এমসি সিস্টার, ৭ জন এলএইচসি সিস্টার ও ৬ জন নবীসসহ মোট ১৭০ জন অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৮টায় রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রাঙ্গণে সকলে প্রবেশ করতে থাকে। সকাল ৯টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সেমিনারের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার লরেন্স লেকাভালী গমেজ ও সহযোগিতা করেন ফাদার সঞ্চয় গমেজ ও ফাদার সুবাস ফলিয়া। এর পরপরই "আমাদের জীবনে কুমারী মারীয়ার সহায়তা" এ বিষয়ের ওপর সহভাগিতা করেন ফাদার সুবাস ফলিয়া। অতঃপর এপ্রিল মাসে পুণ্য পিতা পোপ মহোদয়ের "সংকটাপন্ন যাজকদের জন্য" এ উদ্দেশে সকলে জানুপাত করে ও সিস্টার মিতা এলএইচসি'র পরিচালনায় মা-মারীয়ার কাছে বিশেষ প্রার্থনা করা হয় এবং এরপর PWPN ও যিশু হৃদয়ের ব্যানার নিয়ে শোভা যাত্রা করে যিশু হৃদয়ের মূর্তির সামনে প্রার্থনা করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপনিত হয়। সেখানে মনোজ্ঞ নৃত্যের মাধ্যমে সকলকে বরণের পর PWPN এর ধর্মপ্রদেশের কো-অর্ডিনেটর, সিস্টার এস্থার এলএইচসি ও সংঘের প্রধান অধ্যক্ষা সিস্টার চম্পা এলএইচসি শুভেচ্ছা স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং পাল-পুরোহিত ফাদার লরেন্স লেকাভালী গমেজ বিশপ মহোদয়ের প্রতিনিধি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। PWPN এর পরিচিতি ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সহভাগিতা করেন PWPN বরিশাল ধর্মপ্রদেশের কো-অর্ডিনেটর এস্থার বেপারী এলএইচসি। তিনি PWPN এর পরিচিতি ইতিহাস ও আধ্যাত্মিকতা যিশু হৃদয়ের প্রতি ভক্তি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সেই সাথে EYM =Eucharistic youth movment" এর সম্পর্কেও ধারণা দিয়ে সকল যুবদের মধ্যে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণে নব জাগরণের অনুপ্রেরণা দান করেন। পরবর্তীতে মূলভাব ছিল "খ্রিস্ট প্রসাদের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তিতে ফলবান হওয়া।" অধিবেশনটি পরিচালনা করেন PWPN এর উপদেষ্টা ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গমেজ। তিনি খ্রিস্টযাগ কি, খ্রিস্টযাগের উৎস, খ্রিস্টযাগের প্রতি আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা কেমন থাকা উচিত ও এর মাধ্যমে আমরা কিভাবে ফলবান হতে পারি সে সম্পর্কে ধারণা দেন। শেষে সিস্টার মিতু এলএইচসি ও রুবেন দেউরীর পরিচালনায় বিষয়ভিত্তিক কুইজ ও পুরস্কার বিতরণী ছিল খুবই অনুপ্রেরণামূলক ও আনন্দপূর্ণ। অতঃপর দুইজন অংশগ্রহণকারী সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কো-অর্ডিনেটর সিস্টার এস্থার বেপারী এলএইচসি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনার নেটওয়ার্কের সেমিনারটি সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়।

পবিত্র ক্রুশ ব্রাদারদের প্রাদেশিক সমাবেশ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

ব্রাদার শিমিয়ন রংখেং সিএসসি: গত ১৩ ও ১৪ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মিলয়াতনে অনুষ্ঠিত হলো পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজের সকল ব্রাদারদের নিয়ে প্রথম প্রাদেশিক সমাবেশ। এই সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, পারস্পারিক মতবিনিময় ও প্রাদেশিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা। একই সঙ্গে প্রেরণ বর্ষ (Year of Mission) বিষয়টি নিয়েও গভীর চিন্তাভাবনা করা হয়। ১৩ মার্চ, শুক্রবার, ফাদার সাই প্রাসাদ পিমের খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর স্কলাস্টিক ব্রাদারদের পরিচালনায় উদ্বোধনী প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশের প্রদেশপাল ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি, সমাবেশের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন এবং সমাবেশের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। প্রথম অধিবেশনে প্রেরণ বর্ষ (Year of Mission) এর উপর সহভাগিতা করেন ফাদার প্যাট্রিক ডানিয়েল গাফনি সিএসসি। দ্বিতীয় অধিবেশনে দলীয় সহভাগিতা, যেখানে ব্রাদারগণ নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উপর নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা বিনিময় করেন। দুপুরে খাবারের পর তৃতীয় অধিবেশনে দলীয় সহভাগিতার উপর সাধারণ আলোচনা করা হয়। ১৪ মার্চ, শনিবার দ্বিতীয় দিনের মূল কার্যক্রমের মধ্যে ছিল প্রথম অধিবেশন: Province Business (General Session)। ড. মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম শোভন দ্বিতীয় অধিবেশনে 'স্বাস্থ্য সচেতনতা' বিষয়ক সেমিনার প্রদান করেন। এরপর (Health Care Agreement) বিষয়ের উপর উপস্থাপন করেন তমাল। পরে ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি, সমাপনী ও ধন্যবাদমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। দুই দিনের এই প্রাদেশিক সমাবেশের সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি। দুপুরে প্রীতিভোজের মধ্য দিয়ে এই প্রাদেশিক সমাবেশের সমাপ্তি ঘটে।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) দ্বারা (নিবন্ধন নং ০০০৩২-০০২৮৬-০০১৮৪ তারিখ ১৬ মার্চ, ২০০৮) নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে কারিতাস বাংলাদেশ, প্রোগ্রাম অংশীদারদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকাগুলোতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠানের ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরূপ:

বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১) পদের নাম : ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি) **বয়স :** ২২-৩৫ বছর (৩১/০৩/২০২৬ খ্রি: অনুযায়ী) **পদের সংখ্যা :** ০৫ টি **বেতন: :** শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ২০,০০০.০০ (বিশ হাজার টাকা)। চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন: পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্সুরেন্স স্কীম, হেলথ কেয়ার স্কীম ও বছরে দু'টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে। চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী ছুটি প্রাপ্তি সুবিধা থাকবে।	• এইচএসসি পাশ বা সমমান পাশ, তবে স্নাতক পাশ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। • অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। তবে মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • আদর্শবান, সৎ চরিত্রের অধিকারী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হতে হবে। • কর্ম এলাকায় বাই-সাইকেল/মোটর সাইকেল চালাতে হবে।
২) পদের নাম : কেয়ারটেকার-কাম-কুক (সিএমএফপি) **পদ সংখ্যা :** ০৩ টি **বয়স :** ২২-৩৫ বছর (৩১/০৩/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) **বেতন :** সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/-(বারো হাজার) টাকা। (চুক্তিভিত্তিক)	• ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ হতে হবে। • রান্নার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। • অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হতে হবে। • মাঠ পর্যায়ের অফিসে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

• **কর্মস্থল: মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলাধীন সিরাজদিখান, লৌহজং, শ্রীনগর, নবাবগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াইহাজার, কাপাসিয়া এবং কালীগঞ্জ উপজেলা।**

• তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগ প্রদানসহ মেধার ক্রমানুসারে প্যানেলভুক্ত করে রাখা হবে যা, পর্যায়ক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ:

১. প্রার্থীকে ১৮-২০ টি নিয়মিত সমিতি এবং ৪০০-৫০০ জন নিয়মিত সদস্য নিয়ে কাজ করতে হবে। ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় ১০০% নিশ্চিত করা।
২. সমিতি থেকে আদায়কৃত সঞ্চয় এবং ঋণের কিস্তি ব্রাঞ্চ অফিসে দৈনিক ভিত্তিতে জমা দেয়া। ঋণের আবেদন ফরম পূরণ ও ঋণ বিতরণের জন্য সুপারিশ করা।
৩. সদস্যদের পাস বই ও সমিতির রেজুলেশন নিশ্চিত করা। প্রার্থীকে যোগাযোগ দক্ষতা ও স্মার্ট মোবাইল ফোন চালানোর পারদর্শী হতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. ক) প্রার্থীর নাম, খ) পিতা/স্বামীর নাম, গ) মাতার নাম, ঘ) জন্ম তারিখ, ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা, চ) স্থায়ী ঠিকানা, ছ) মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল নম্বর, জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা, ঝ) ধর্ম, ঞ) জাতীয়তা, ট) বৈবাহিক অবস্থা, ঠ) দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা (মোবাইল নম্বরসহ ও ই-মৈমল এড্রেসসহ) এবং আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখসহ সাদা কাগজে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে লিখিত আবেদন করতে হবে।
২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) এর ফটোকপি, চারিত্রিক সনদপত্র ও সদ্য তোলা দুই (২) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, চাকুরীর অভিজ্ঞতা সনদপত্রের ফটোকপি (যদি থাকে) জমা দিতে হবে।
৩. চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র সংযোজন করে আবেদন করতে হবে।
৪. **যারা বর্তমানে পড়াশোনা করছেন (ছাত্র/ছাত্রী) এবং ধুমপান বা নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।**
৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর নিজ গ্রাম বা এলাকার দুইজন গণ্যমান্য (সরকারী চাকুরীজীবি অথবা সুনামধন্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত) ব্যক্তিকে 'প্রার্থী কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম হলে তার দায়ভার বহন করতে সম্মত রয়েছেন'-মর্মে লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।
৬. নির্বাচিত ক্রেডিট অফিসার প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসাবে নিয়োগ দেয়া হবে, যা প্রয়োজনে আরও ৩ (তিন) মাস বাড়ানো হতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত করলে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে।
৭. ১নং পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা ও ২নং পদের নির্বাচিত প্রার্থীকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য। এছাড়াও, ১নং পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।
৮. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য ও সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত **(Short Listed)** প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে/মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
৯. আবেদনপত্র আগামী ১০/০৫/২০২৬ খ্রিস্টাব্দে বিকাল ৪:০০ টার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে খামের উপর পদের নাম উল্লেখসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
১০. ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে। ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
১১. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
১২. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ ঢাকা অঞ্চল, ১/সি,১/ডি পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।

"কারিতাস বাংলাদেশ কর্মী নিয়োগে সম-সুযোগদানে বিশ্বাসী"

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যেকোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

বিজ্ঞ/৮২/২৬

১৬ তম মৃত্যুবার্ষিকী

ঈশ্বর তোমার আত্মাকে
অনন্ত শান্তি দান করুন।

প্রয়াত খ্রীষ্টফার গমেজ

জন্ম : ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

১৪ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, দেখতে দেখতে ১৬টি বছর পেরিয়ে গেল। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছ তুমি। আমরা সবাই তোমার শূন্যতা মনে প্রাণে সর্বক্ষণ অনুভব করি। আমরা বিশ্বাস করি, পিতা পরমেশ্বর তোমাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। আমাদের জন্য তুমি তোমার স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রদান করো, যেন একদিন তোমার সাথে প্রভুর রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তুমি ছিলে, তুমি থাকবে, আমাদের সবার অন্তরে এবং তোমার সকল কাজে।

তোমারই প্রিয়জনেরা

ছেলে ও ছেলে বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ - মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইম্মানুয়েল সি গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি-ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক, আনন্দ ও টাইগো

৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার (পারুল ভিলা)
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিজ্ঞ/৭৩/২৬

বর্ষ ৮৬ ❖ সংখ্যা - ১২
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 12
Regd. No. DA-33
❖ 19 - 25 April, 2026, ৬ - ১২ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্বর্গীয় সমর বেঞ্জামিন রোজারিও
জন্ম: ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৮ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্বর্গীয় ছিটন জেমস্ রোজারিও
জন্ম: ২৭ এপ্রিল, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৭ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

"মরণ সাগর পাড়ে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর,
তোমাদের স্মরি।।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক,
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক
তোমাদের স্মরি।।"

মরণ সাগরে হারিয়ে যাওয়া তোমাদের নিয়ত খুঁজি মোরা নিশিদিন। তোমাদের অনুপস্থিতি তিলে তিলে কুড়ে কুড়ে খায় মোদের। আমাদের সকল আশা-ভরসা, ভালোবাসা সমস্তই আজ যেন নিরাশার ধুম্রজাল। আজ মোরা পথ হারা পথিকের মত সারাক্ষণ চেয়ে থাকি তোমাদের পথ পানে। তোমরা সদা ছিলে আমাদের আশা-ভরসা, সুখের কেন্দ্রস্থলে। আজ আমরা অভিভাবকহীন, অসহায় তীর্থের কাকের মত দিন গুনি। তোমাদের শূন্যতা, তোমাদের অন্তঃর্ধান প্রতিনিয়ত আমাদের হৃদয়ের গহীনে এক গভীর দুঃখের শেল বিদ্ধ করে। তোমাদের সমাধি আজ ফুলে ফুলে ঢাকা কিন্তু কে বলে তোমরা নেই। তোমরা আজও আছো আমাদের মনের মণিকোঠায়, অন্তরের অন্তঃস্থলে। বাড়ির উঠোনে, ঘরের প্রতিটি কোনায় কোনায় তোমাদেরই পদচ্ছবি ভেসে উঠে ক্ষণে ক্ষণে। তোমরা যে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছো সেই অজানার পথে তা ভাবতেই আমরা হারিয়ে যাই অন্তহীন বেদনার অন্তরীক্ষে। জানি কোনদিনও আসবে নাকো ফিরে তবুও মন যে মানে না। তোমাদের পথপানে থাকি চেয়ে। তোমাদের এই অকাল চলে যাওয়া আমরা কিভাবে সইবো? পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা তিনি যেন তোমাদের সকল পাপ অপরাধ ক্ষমা করে তাঁর অনন্ত সুখের সহভাগী করেন। আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ী সকলের প্রতি আহ্বান আপনারা তাদের সকল অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। প্রার্থনা করবেন তারা যেন স্বর্গে অনন্ত সুখের সহভাগী হতে পারে।

পরম করুণাময় পিতা যেন তোমাদেরকে এবং বিশ্বের সকল মৃত ব্যক্তিকে স্বর্গধামে চিরসুখে ঠাঁই দেন এই কামনায়,

আত্মীয়স্বজন এবং পরিবারবর্গ
অনিতা রোজারিও
টুম্পা কস্তা
অর্নেট মার্ক রোজারিও
এরিসা মেরী রোজারিও
শিবলী ক্লারা রোজারিও
বিকাশ ডমিনিক কস্তা
অরিয়ন পৌল কস্তা
এ্যানিয়া মারীয়া কস্তা

বিজ্ঞ/২২/২৬

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org